শিক্ষক সহায়িকা

জীবন ও জীবিকা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Prime Minister Sheikh Hasina received
'Champion for Skills Development for Young People' Award.

তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখায় মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন ফর স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়াং পিপল' সম্মাননায় ভূষিত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'ইউনিসেফ' কর্তৃক ঘোষিত এ পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিসেফ হাউজে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মাননা বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল মানুষ ও শিশুদের উৎসর্গ করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

জীবন ও জীবিকা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ মুরশীদ আকতার
মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন
মোহাম্মদ কবীর হোসেন
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

প্রমথেশ দাস পুলক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

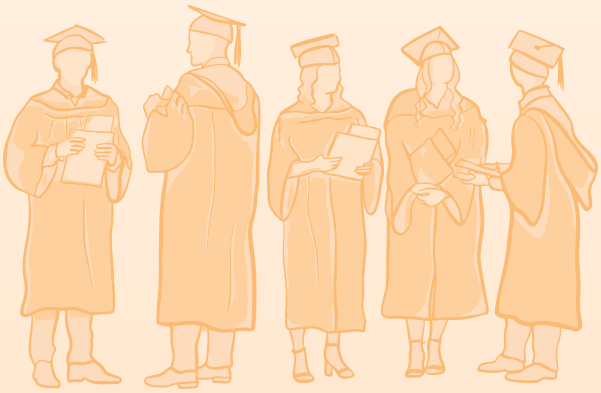

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

কিছু কথা

অনেক দৃশ্য আমাদের মন ভালো করে দেয়। এই যেমন, পাখিরা যখন ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তখন ওদের কত সুখী ও নির্ভার মনে হয়! তখন আমাদেরও ইচ্ছা করে, ওদের মতো ডানা মেলে উড়তে! ছোটবেলা থেকে এ রকম কত অদ্ভুত ও মজার স্বপ্ন আমাদের মনের আকাশে উঁকি দেয়। আমরাও চাই জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলতে। এমন কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাই, যা করতে ভালো লাগে। চাই আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ও নিরাপদভাবে বাঁচতে। এসব প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এবারের শিক্ষাক্রমে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সময়ের স্রোতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের মা-বাবাসহ অন্য সবার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কীভাবে আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারে, নিজের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে এবং নিজেকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করতে পারে- তা এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টিতে আগামী দিনগুলোতে জীবিকার জন্য যেকোনো কাজে আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতার পরিচর্যা ও অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসাথে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, সেভাবেই এই বিষয়টির নকশা করা হয়েছে।

'আনন্দময় কাজের সন্ধানে' এই অভিজ্ঞতায় আমাদের শিক্ষার্থীরা আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক কাজ হিসেবে পরিবারের জন্য মজুদ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা 'দক্ষতা উন্নয়নের জানালা'য় আমাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষায় যেসব সুযোগ রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সেগুলোর সাথে পরিচিত হবে। 'স্বপ্নগুলো সত্যি করি' হলো তৃতীয় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা সম্ভাব্য নতুন প্রযুক্তি আমাদের পেশাগত ক্ষেত্রে যেসব রূপান্তর ঘটাবে, সেগুলোতে অভিযোজনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে।

চতুর্থ অভিজ্ঞতা হলো ‘ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই’। এখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য একটি ব্যবসায়ের আইডিয়া তৈরি করবে। পঞ্চম অভিজ্ঞতা ‘আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়’-এ এসে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হবে এবং সেগুলো নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। ষষ্ঠ অভিজ্ঞতা ‘কী আছে আমার মাঝে’-এর মাধ্যমে তারা নিজের পছন্দ, আগ্রহ ও সামর্থ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিজের জন্য আপাত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবে। এরপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সবশেষে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে তিনটি স্কিল কোর্স: ‘ইকো ট্যুর গাইডিং’, ‘কেয়ার গিভিং-২’ এবং ‘গ্রাফটিং ও গুটিকলম’। ‘ইকো ট্যুর গাইডিং’ এর বিভিন্ন কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে তারা একজন ইকো ট্যুর গাইড হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে পর্যটন শিল্পে অবদান রাখতে পারবে। এছাড়া ‘কেয়ার গিভিং-২’-এ সন্নিবেশিত দক্ষতা আমাদের শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে বিশেষ কিছু যোগ্যতা অর্জন করবে, যা আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। ‘গ্রাফটিং ও গুটিকলম’-এর মাধ্যমে পরিবেশ ও উপযোগিতা বুঝে বিভিন্ন রকমের গাছে গ্রাফটিং ও গুটিকলম করতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এই শিক্ষক সহায়িকার পরিকল্পনা অনুযায়ী, আপনারা শিক্ষার্থীদের যে সব কাজ করাবেন, তা যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজের সৃজনশীলতা খাটিয়ে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করে, তা বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। পাশাপাশি সহায়িকায় বর্ণিত প্রতিটি কাজ যেন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে তাও পর্যবেক্ষণে রাখবেন। প্রয়োজনে অভিভাবক, পাড়া-প্রতিবেশীর সহায়তা নেবেন। আপনাদের কাছে আরও অনুরোধ, আপনারা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল ও আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করে তাদের কাজগুলোতে যথাসাধ্য সহায়তা করবেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন। আমাদের সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণেই সম্ভব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

সূচিপত্র

জীবন ও জীবিকা : বিষয় পরিচয়	১ - ১১
আনন্দময় কাজের সন্ধানে	১২ - ২০
দক্ষতা উন্নয়নের জানালা	২১ - ২৬
স্বপ্নগুলো সত্যি করি	২৭ - ৩১
ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই	৩২ - ৩৭
আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়	৩৮ - ৪২
কী আছে আমার মাঝে	৪৩ - ৫০
স্কিল কোর্সের পরিচয়	৫১ - ৫২
স্কিল কোর্স- এক: ইকো ট্যুর গাইডিং	৫৩ - ৫৬
স্কিল কোর্স- দুই: কেয়ার গিভিং-২	৫৭ - ৬২
স্কিল কোর্স- তিন: গ্রাফটিং ও গুটিকলম	৬৩ - ৬৬

জীবন ও জীবিকা : বিষয় পরিচয়

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

নতুন প্রজন্মকে নিরাপদ বিশ্ব উপহার দেওয়ার দায়ভার আমাদের। ভবিষ্যতের অচেনা পৃথিবীতে তারা যেন সুন্দরভাবে পথ চলতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা আমাদের দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে এমন একটি নতুন ভ্রমণ শুরু করতে যাচ্ছি, যেখানে আমরা শিক্ষকরাই হলাম মূল চালক বা ড্রাইভার।

বাংলাদেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ইত্যাদির সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা ও বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যেই 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে প্রণীত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের যেসকল যোগ্যতা আবশ্যকীয়ভাবে অর্জন করতে হবে, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করার জন্য নতুন করে বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের ধারণায়ন সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ -এ একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা অর্জন করবে, সেই সাথে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

এই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীরা শুধু বিষয়বস্তু পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করবে তা নয়; বরং হাতে-কলমে কাজ করে একদিকে যেমন তাদের জ্ঞান অর্জন অব্যাহত রাখবে; একইসাথে সরাসরি বিভিন্ন ধরনের কাজ শিখে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ঘটাবে। এই শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করাবেন, তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে, শিক্ষক একজন সহায়তাকারী হিসেবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য ও তত্ত্ব উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিবেন এবং নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য যেসব অভিজ্ঞতার নকশা বা ডিজাইন করে দেওয়া আছে, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমরা আশা করছি, 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা যথাযথভাবে অনুসরণ করে, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

এই বিষয়টির প্রতিটি অধ্যায়ে/অভিজ্ঞতায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী জীবন ও জীবিকার সন্ধানে যেসব যোগ্যতা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অর্জন করা জরুরি, সেগুলোকে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনোজগতে আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যা একটি সুস্থ ও সুখী সমাজ গঠনে অত্যাবশ্যক। সকল শিক্ষার্থীই বড় বিজ্ঞানী কিংবা স্মরণীয় একজন হয়তো হবে না, কেউ কেউ হবে; কিন্তু প্রত্যেকেই যেন পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্রে তার প্রতিভার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রাখতে পারে, তা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জীবন ও জীবিকা বিষয়টিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পথ বেছে নিতে অর্থাৎ ক্যারিয়ার প্লানিং-এ সহায়তা করতে পারে। এখান থেকে কাজ শিখে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী, আবিষ্কারক, শিল্পোদ্যোক্তা, দক্ষ শ্রমিক, চাকুরিদাতা, শিক্ষক, উৎপাদনকারী, সমাজসেবক এবং পরিবেশপ্রেমী কিংবা নতুন প্রযুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে গড়ে উঠবে ।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

নতুন শিক্ষাক্রমে কোনো একটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণি শেষে যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে, তা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত যোগ্যতাগুলো বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী নামে পরিচিত। 'জীবন ও জীবিকা'র বিষয়ভিত্তিক বিবরণী হলো:

'পরিবর্তনশীল কর্মজগত, কর্মের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকল কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন করা, কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে দৈনন্দিন কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতাসহ কর্মজগতের উপযোগী প্রায়োগিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কর্মজগতে ঝুঁকিমুক্ত ও সুরক্ষিত থেকে ভবিষ্যৎ দক্ষতায় অভিযোজন করতে পারা এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারা'।

বিষয়ের ধারণায়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে জীবিকা বদলে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, যে শিশুরা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তাদের ৬৫% কর্মজগতে প্রবেশ করবে এমন একটি কাজ বা চাকুরি নিয়ে, যে কাজের বা চাকুরির কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই । এরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অজানা বিশ্বকে বিবেচনা করে, আজকের শিক্ষার্থীদের, তাদের কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের লক্ষ্যে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টির নকশা প্রণয়ন করা হয়।

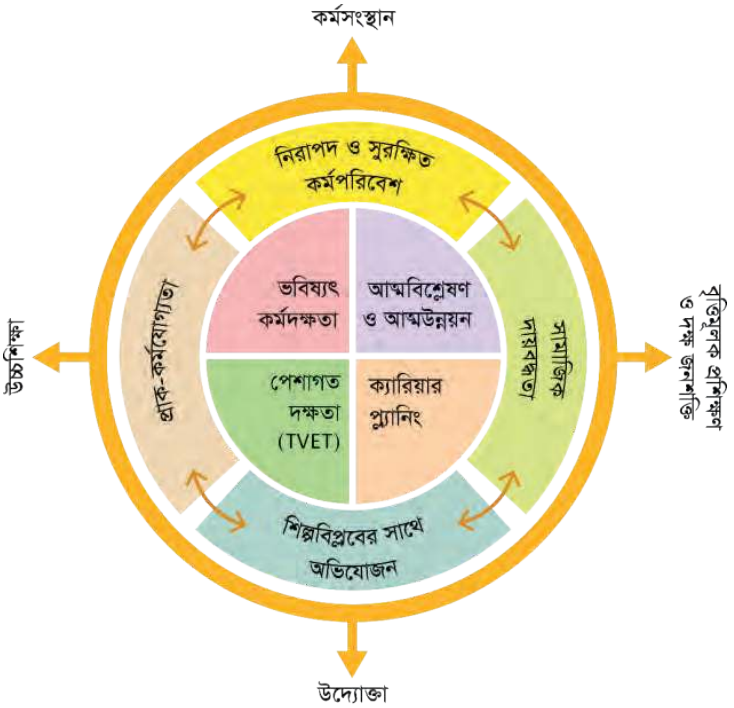

এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজ করার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। জীবন ও জীবিকা বিষয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে এবং তা কাজে লাগিয়ে আগামীতে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে।

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই বিষয়ের জন্য চারটি মাত্রা বা ডাইমেনশন নির্ধারন করা হয়েছে:

১. আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন:
২. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (কর্মজীবন পরিকল্পনা):
৩. পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
৪. ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

উক্ত চারটি ডাইমেনশন বা মাত্রা যে বিষয় বা ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, সেগুলো হলো-

ক) সামাজিক দায়বদ্ধতা
খ) শিল্প বিপ্লবের সাথে অভিযোজন
গ) প্রাক-কর্মযোগ্যতা
ঘ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপান্তে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্স সংশ্লিষ্ট কোনো একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

নতুন শিক্ষাক্রমের একটি বিশেষ দিক হলো- অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে অভিজ্ঞতামূলক শিখন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা জরুরি। আমরা জানি, জীবনের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে আমাদের আচরণের যে বাঞ্ছিত ও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, তার স্থায়ী রূপ হলো শিক্ষা। সুতরাং শিখনের পূর্বশর্তই হলো অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিখন সম্পন্ন হয়, তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধাপগুলো দেখানো হয়েছে।

চিত্র: অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব, শিক্ষার্থীরা তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে শিখন স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক; আগামীতে আমাদের ঘরের (গৃহস্থলি) কাজে সহায়তাকারীর (গৃহকর্মী) ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে; কিংবা এসব কাজ চলে যেতে পারে রোবটের দখলে। তাহলে রোবট বানানোর কাজটা কে করবে? রোবট কাজগুলো কীভাবে করবে, সেগুলোর জন্য প্রোগ্রামিং কে বানাবে? ধরুন, আমাদের কোনো শিক্ষার্থী 'বাবুর্চি রোবট' বানাতে চায়; সে চায় এই রোবট তার কমান্ড অনুযায়ী ডিম পোচ, কিংবা ভাজা অথবা সিদ্ধ করে সামনে নিয়ে আসুক। কিন্তু সে যদি কত তাপমাত্রায় এবং কীভাবে ডিম পোচ করতে হয়; কখন, কতটুকু লবণ দিতে হয়, পছন্দমতো নরম রাখতে হলে কত মিনিট তাপে রাখতে হয় কিংবা পানিতে নাকি তেলে ঢালতে হয়, ইত্যাদি নিজে যথাযথভাবে না জানে, তাহলে প্রোগ্রামিং যথাযথ হবে কি? নিশ্চয়ই না। কেবল তত্ত্ব শিখে কি বিমান বানানো যায়, নাকি মহাকাশে উড়াল দেওয়া যায়? এর জন্য বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়োজন। তত্ত্ব এবং বাস্তব অনুশীলন একটি অপরটির পরিপূরক। কেবলমাত্র তত্ত্বগত বিদ্যা বা জ্ঞান কখনোই প্রকৃত শিখন নিশ্চিত করে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যখন তত্ত্ব আবিষ্কার বা উন্মোচন বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তখনই সত্যিকার অর্থে, শিখন পূর্ণতা পায়। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের একটি যোগ্যতা অর্জন করানোর ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করি। 'জীবন ও জীবিকা'য় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত অনেকগুলো যোগ্যতার মধ্যে একটি হলো- 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা'।

উক্ত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্র অনুসরণ করে শিক্ষক যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো:

প্রথম ধাপ: অভিজ্ঞতা

এই ধাপে প্রথমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী কী অনুষ্ঠান দেখেছে, তা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা শোনার পর তাদেরকে দুটি অনুষ্ঠানের দৃশ্যপট পড়তে দেওয়া হলো। অথবা কোনো একটি অনুষ্ঠান তাদেরকে সরাসরি দেখানো হলো, অথবা কোনো একটি অনুষ্ঠানের ভিডিওচিত্র দেখানো হলো। এগুলো পর্যবেক্ষণ করে উক্ত আয়োজন বা অনুষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতে দেওয়া হলো। এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলন

এবার এই ধাপে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দর, আকর্ষনীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কী কী করা যেত, তা তাদেরকে দলগত আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হলো । অর্থাৎ কীভাবে আয়োজন করলে নিখুঁত একটি অনুষ্ঠান হতে পারে, সেই ভাবনা তাদেরকে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আয়োজনটিকে সাজানোর চেষ্টা করবে।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

এই ধাপে নিঁখুতভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন বা (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট) সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষক তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করলেন। এর পাশাপাশি তিনি তাদেরকে আরও অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা, ভিডিও অথবা প্রতিষ্ঠানে উপরের ক্লাসের (বড়দের) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানার সুযোগ করে দিলেন। এভাবে প্রাপ্ত সকল তথ্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনের মাধ্যমে অর্জিত শিখনকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করে তুলবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে তারা সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

এই ধাপে শিক্ষার্থীকে উক্ত কাজগুলো করার জন্য নতুন কোনো পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে তাদের অভিজ্ঞতাটি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে এবং শিক্ষার্থীর স্থায়ী শিখন নিশ্চিত হবে । ফলে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের এই সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অন্যান্য যেকোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করার যোগ্যতা অর্জন করবে । এভাবে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠবে অর্থাৎ 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা অনুষ্ঠান আয়োজন'এর যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এভাবে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠবে ।

যেকোনো শিখনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উপরের ধাপগুলো অতিক্রম করেই সম্পন্ন হয়। এই চক্রটি স্পাইরালও হতে পারে। কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার জন্য একই ধাপ পুনরাবৃত্তিও হতে পারে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চক্রের যেকোনো ধাপ থেকে, যেকোনোভাবে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ায় যে ধরনের অনুশীলন বা চর্চার সুযোগ রাখা হয়েছে সেগুলো হলো-

- আনন্দময় শিখন
- পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে হাতে কলমে শিখন
- প্রজেক্টভিত্তিক, অনুসন্ধানভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন
- সহযোগিতামূলক শিখন, একক, জোড়া এবং দলগত কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ
- বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন
- অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে, এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষক সহায়িকার পরবর্তী অংশে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমগুলো অভিজ্ঞতামূলক শিখনচক্র অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজানো রয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সহজেই অভিজ্ঞতামূলক শিখন নিশ্চিত করতে পারবেন।

যোগ্যতার ধারণা

আমাদের নতুন শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে। সেক্ষেত্রে নতুন শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তা জানা প্রয়োজন। এছাড়া, শিক্ষাক্রমের যথাযথ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতেও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। এখানে যোগ্যতা বলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে।

উদাহরণস্বরূপ, 'অনুষ্ঠান আয়োজন বা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' কীভাবে করবে, তা বই পড়ে বা শুনে বা ভিডিও দেখে বা শিক্ষকের ব্যাখ্যা থেকে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, এতে তার জ্ঞান অর্জিত হয়। ঐ শিক্ষার্থী যদি সবধরনের নিয়মকানুন মেনে, নিরাপত্তা বজায় রেখে উক্ত কাজটি করতে পারে, তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়। আর যদি সে কাজটি করার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব উপায়ে কিংবা সাশ্রয়ী হয়ে বা অপচয় কমিয়ে এবং অন্যের কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা তৈরি না করে কাজটি করতে পারে, তাহলে তার মূল্যবোধ অর্জিত হয়েছে বলা যায়। একইসাথে, যদি সে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সবার প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করে কাজটি সম্পাদন করে এবং কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নান্দনিকতা বজায়ে সচেষ্ট থাকে, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গিও অর্জিত হয়েছে বলা যায়। এই জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন বা উদ্ভুত যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষার্থী কাজটি করতে সক্ষম হবে, তখন তার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে বলে ধরা হয়। সুতরাং একজন শিক্ষার্থী 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা' - এই যোগ্যতা অর্জন করা বলতে বুঝায়, যখন নতুন কোনো পরিস্থিতিতে উক্ত কাজটি করার ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এই চারটি উপাদানের সমন্বিত আচরণ সে প্রদর্শন করতে পারে। এভাবেই নতুন শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার (Competency) ধারণাকে পূর্বের শিখনফল (Learning outcome) এর ধারণা থেকে একটি ভিন্নরূপ দিয়েছে। আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনে চারটি উপাদানের সমন্বিত প্রতিফলন দেখতে চাই। কেবল কাগুজে শিখন কিংবা যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনই এই নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানবিক বোধসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ

অষ্টম শ্রেণি সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী যে সব যোগ্যতা অর্জন করবে বলে শিক্ষাক্রমে প্রত্যাশা করা হয়েছে, তা হলো-

৮.১ ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও পরিবর্তনশীল পেশাগত চাহিদা বিবেচনা করে পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।

৮.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কাঙ্ক্ষিত পেশাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করে, এসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারা।

৮.৩ স্থানীয় সম্পদ, সুযোগ ও চাহিদার ভিত্তিতে লাভজনক বিনিয়োগের খাত খুঁজে পাবার কৌশল প্রয়োগ করতে পারা এবং দলগতভাবে একটি সম্ভাব্য ব্যবসার ধারণা প্রণয়ন করতে পারা।

৮.৪ পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট কাজের (বাজেট প্রণয়ন, বাজার করা, সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ তালিকা প্রণয়ন, বিল প্রদান, ব্যাংকিং ইত্যাদি) দায়িত্ব পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করতে পারা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা।

৮.৫ আর্থিক অর্ন্তভুক্তির সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৮.৬ শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত ও নতুন পেশার উপযোগী দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে তা অর্জনের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করতে পারা। যুগোপযোগী চাহিদা ও আবিষ্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে ভবিষ্যৎ দক্ষতার উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারা।

৮.৭ কৃষি ও সেবা খাতের প্রতিটি থেকে একটি করে কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।

শিখন ঘণ্টা

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ ও শিখন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে যোগ্যতা ও যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহের জন্য একটি যৌক্তিক ক্রম (Sequencing) তৈরি করা হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্লাস/ শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে এসে শিখন ঘণ্টা (learning hour) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিখন ঘণ্টার আওতায় শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরের (বাড়িতে, মাঠে কিংবা ফিল্ড ট্রিপ) সকল কাজকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এক বছরে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য ৮৪ শিখন ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি, সেবা ও আইটি খাতের প্রতিটি থেকে একটি করে কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কয়েকটি কোর্স নকশা করা হয়েছে। এবছর পরীক্ষামূলকভাবে অষ্টম শ্রেণির জন্য সেবাখাত থেকে দুটি কোর্স (ইকো ট্যুর গাইডিং ও কেয়ার গিভিং) এবং কৃষিখাত থেকে একটি (গ্রাফটিং ও গুটিকলম) কোর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য এগুলো বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আরও কোর্স ডিজাইন করা হতে পারে। তখন হয়তো শিক্ষার্থীদের জন্য পছন্দ অনুসারে বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ থাকবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটি কোর্স নির্বাচন করে সম্পন্ন করতে পারবে।

শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলী

- যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- জীবন ও জীবিকা বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন। একই সাথে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরিতে সচেষ্ট হবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে যেখানে শিক্ষার্থীর জন্য কাজ দেওয়া আছে, সেগুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলনের

ব্যবস্থা করতে হবে, শ্রেণির কাজের সাথে সাথেই শিক্ষার্থীরা ছক বা ঘরগুলো পূরণ করছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার জমা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছকের নির্ধারিত ঘরে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক/ পরামর্শ প্রদান করতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে আমরা যেভাবে শ্রেণির কাজ দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়ন করি, এখানেও একই কাজ করতে হবে। এখানে পাঠ্যপুস্তকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালিজায়গা বা শূন্যস্থান রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য অর্থাৎ কর্মপত্রগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাথেই সংযুক্ত অবস্থায় রয়েছে। একারণে শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ্যপুস্তক যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে এই বিষয়টি বছরের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণকে অবহিত করতে হবে।\

- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকায় যেসব রুব্রিক্স ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া আছে, সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের জন্য পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance indicator-PI) অনুযায়ী প্রমাণপত্র (অর্পিত কাজ, প্রজেক্ট প্রতিবেদন, পোস্টার, প্রস্তুতকৃত মডেল/ নমুনা ইত্যাদি) সংরক্ষণ করবেন, ঠিক যেভাবে বর্তমানে আমরা পরীক্ষার খাতাগুলো সংরক্ষণ করে থাকি। একইসাথে শিক্ষার্থীরাও যেন পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কর্মপত্র, ছক যথাযথভাবে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে, তা বিশেষভাবে অবহিত করবেন। উক্ত প্রমাণপত্র এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই অগ্রগতি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবককে অবহিত করতে হবে। উক্ত রিপোর্ট কার্ড দেখে শিক্ষার্থী/তার অভিভাবক এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে নিজের/ সন্তানের অবস্থান জানতে পারবে/পারবেন।
- জীবন ও জীবিকা বিষয়ের কিছু যোগ্যতা বাস্তবে অর্জিত হবে শিক্ষার্থীর বাড়িতে অনুশীলনের মাধ্যমে। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নিয়মিত অভিভাবক সভার পরিকল্পনা ও আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের ওপর তার ভবিষ্যতে টিকে থাকার বা সুরক্ষিত জীবন যাপন নির্ভর করছে, বিধায় ভুল/অসত্য/অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে নিজ সন্তানদের ক্ষতি যেন না করেন, এই বিষয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিতে হবে।
- যোগ্যতাভিত্তিক এই শিক্ষাক্রমে পাস/ ফেল নয়, বরং যোগ্যতা অর্জনই মুখ্য বিষয়। এই শিক্ষাক্রমে নম্বরের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং অধিক স্কোর বা নম্বর প্রাপ্তি এই বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি নয়। ফলে যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা প্রয়োজন, সেগুলো অর্জনের প্রতিযোগিতা ও মনোভাব শিক্ষার্থীর মাঝে তৈরি করে দিতে হবে। সহজভাবে বলা যায়, এটি হলো জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার উপায়; যা আগামী দিনগুলোতে জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করে দিবে। সুতরাং যথাযথ তথ্য প্রদান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হবে ।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী প্রণীত এই নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যা লক্ষ রাখতে হবে, তা হলো-

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করা
- শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রয়োজনীয় অনুযায়ী সহায়তা/মেন্টরিং/ফিডব্যাক প্রদান করা

- শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা
- বাস্তব জীবনের সাথে শিখনের সংযোগ তৈরি করা
- অর্জিত শিখন নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে) অর্জনে সর্বোচ্চ সহায়তা/প্রচেষ্টা

জীবন ও জীবিকায় একেকটি ইউনিট যোগ্যতার জন্য একেকটি অধ্যায়/অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি যোগ্যতার সাথেই কোনো না কোনোভাবে অন্য যোগ্যতাগুলোর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়/অভিজ্ঞতার শিখন শিখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য পিরিয়ড বা ক্লাস-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পিরিয়ডভিত্তিক শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কী কী প্রক্রিয়া বা কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে তা ডিজাইন করা হয়েছে। শিক্ষক এই পরিকল্পনা দেখে প্রতিদিনের ক্লাসগুলোর জন্য নিজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারবেন। তবে শিক্ষক ইচ্ছে করলে যেকোনো ক্ষেত্রেই নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে যেকোনো শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, নির্বাচিত কৌশলগুলো যেন অবশ্যই অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হয়।

কয়েকটি কৌশলের সাথে প্রাথমিক পরিচয়

এই শিক্ষক নির্দেশিকায় শ্রেণিভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের কথা বলা হয়েছে; যার অধিকাংশই আমাদের শিক্ষকদের কাছে পরিচিত। তবে কিছু কৌশল আছে, যেগুলো অনেক শিক্ষকের কাছে কিছুটা নতুন মনে হতে পারে। এখানে সেগুলো খুব সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো:

মাইন্ড ম্যাপ

মাইন্ড ম্যাপিং হলো এমন একটি শিখন-শেখানো কৌশল, যেখানে একটি মূল ধারণা থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট উপ-ধারণাগুলো খুঁজে সাজানো হয়। একটি অর্থপূর্ণ এবং যৌক্তিক কাঠামো মেনে বিশ্লেষণ করে এর সাথে সংযুক্ত তথ্যগুলো চিত্রের রূপ দেওয়া হলে সেটিকে বলা হয় মাইন্ড ম্যাপ। আর এই প্রক্রিয়াটি হলো মাইন্ড ম্যাপিং। তবে মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলকে অনেকেই শুধু মাইন্ড ম্যাপ (Mind Map) নামেও অভিহিত করে থাকেন। মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে সংযোগ লাইন তৈরি করা হয় বলে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং শিখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উদাহরণ: কোনো একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (যেমন- সঞ্চয়ের সুবিধা) নির্বাচন করে বোর্ডে একটি বৃত্তের মধ্যে লিখে দেওয়া যায়। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বৃত্তের চারপাশে সূর্যরশ্মির মতো দাগ টেনে উত্তরগুলো চারপাশে লিখে দেওয়া যায়। উক্ত উত্তরগুলোর কোনো একটি থেকেও একইভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংযোগ রেখা দিয়ে টেনে চিত্র তৈরি করা যায়। এভাবে তৈরি কাঠামোই হলো মাইন্ড ম্যাপ। মাইন্ড ম্যাপের তথ্যগুলো লিখতে বিভিন্ন রঙের কালি বা চক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাইন্ড ম্যাপে কেবল তথ্যমূলক বৃত্ত নয়; বিভিন্ন ধরনের রেখা, নকশা, ডায়াগ্রাম, মানবদেহ, গাছ বা বৃক্ষের ডালপালা আকৃতি, মাকড়শার জাল, মানচিত্র, শিকল মানচিত্র প্রভৃতি কাঠামোও তৈরি করা যেতে পারে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.mindmapping.com/

রোল প্লে বা ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদেরকে কোনো একটি ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া বা উপলব্ধি করানোর একটি কার্যকর কৌশল। এর মাধ্যমে বিমূর্ত বা দূরবর্তী কোনো কিছুকেও অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায়।

উদাহরণ: একজন কাপড় ব্যবসায়ী, তার কাপড়ের বিপণন বা মার্কেটিং কীভাবে করবেন, তা বোঝানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কেউ হয়তো ব্যবসায়ীর ভূমিকায় এবং কয়েকজন হয়তো তার ক্রেতা বা কাস্টমারের ভূমিকায় অভিনয় করল। এর মাধ্যমে বিপণনের অনুশীলনও হলো এবং মূল ধারণা অর্জন করাও সহজ হতে পারে। কৌশলটিই ভূমিকাভিনয় বা রোল প্লে নামে পরিচিত।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.bishleshon.com/3751/

গ্যালারি ওয়াক

গ্যালারি ওয়াক কৌশলটি অনেকটা গ্যালারিতে ছবি প্রর্দশনীর মতো পরিচালনা করা হয়। এটি শ্রেণিতে উপস্থাপিত দলগত কাজ থেকে দেখে দেখে শেখার একটি কার্যকর কৌশল । এই কৌশলে প্রায় সকল শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা সম্ভব হয়।

উদাহরণ: প্রথমে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ প্রদর্শনের জন্য পোস্টার প্রস্তুত করতে দিতে হবে। পোস্টার তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো দেওয়ালে টানিয়ে দিতে হবে। এরপর শিক্ষক দল ভাগ করে দিবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে একেকটি দলকে একেকটি পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে বলবেন। তারা তাদের কোনো পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, মতামত বা সুপারিশ থাকলে তা উক্ত পোস্টারে লিখবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে উক্ত দলের সবাই মিলে পাশের পোস্টারের কাছে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে পোস্টার দেখবে এবং পূর্ববর্তী দলের পর্যবেক্ষণগুলোও দেখবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ বা মতামত পোস্টারটিতে যুক্ত করবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তারা পরবর্তী পোস্টারের কাছে চলে যাবে এবং পর্যবেক্ষণ করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল দল সবগুলো পোস্টার এবং অন্যান্য দলের মতামত দেখবে। শিক্ষক তাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করবেন, যাতে দল ভেঙ্গে না যায় এবং প্রত্যেকেই যেন দলবদ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে সবকয়টি পোস্টার পর্যবেক্ষণ করে। পর্যবেক্ষণ শেষে সবাইকে ক্লাসের মতো বসিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/gallery-walk

রিক্যাপ

ক্লাস বা সেশনের শুরুতে পূর্বের দিনের আলোচনার সার সংক্ষেপ করাই হলো রিক্যাপ। এই কাজটি সাধারণত শিক্ষার্থীদের দিয়েই করানো হয় সাধারণত। ফলে কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে, আগের দিন কী আলোচনা হয়েছিল, তা সহজেই জানতে পারে। একইসাথে যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরও পূর্বের দিনের আলোচনায় কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করা সম্ভব হয়।

জীবন ও জীবিকা বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের চর্চা, বিদ্যালয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, সোয়াট এনালাইসিসের মাধ্যমে নিজের গুণাবলি আবিষ্কার ও ক্রমাগত উন্নয়নের অনুশীলন, আগামীর প্রযুক্তির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখার প্রেষণা তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, প্যানেল আলোচনা, সেমিনার আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে সূক্ষ্ম চিন্তণ, যোগাযোগ, নেতৃত্ব ও সহযোগিতামূলক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আর্দশ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। একইসাথে নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলবে।

১
আনন্দময় কাজের সন্ধানে

একক যোগ্যতা

পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থসংশ্লিষ্ট কাজে (বাজেট প্রণয়ন, বাজার করা, সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ তালিকা প্রণয়ন, বিল প্রদান, ব্যাংকিং ইত্যাদি) দায়িত্ব পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করতে পারা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম/অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতায় যেসব কার্যক্রম থাকবে

» পরিবারের আর্থিক সহযোগিতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা

» পারিবারিক মজুত ব্যবস্থাপনামূলক কাজ অনুশীলন করা

» বিদ্যালয়ভিত্তিক ইভেন্ট পরিচালনা করা

» ফায়ার ড্রিল কার্যক্রমের আয়োজন করা

উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে

✓ পারিবারিক আর্থিক সহযোগিতামূলক কাজ

✓ পারিবারিক বাজেট প্রণয়নের সুবিধা

✓ পারিবারিক মজুত ব্যবস্থাপনা

✓ পারিবারিক মজুতের খতিয়ান/স্টক লেজার

✓ বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিচালনা/ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

✓ অগ্নি মহড়া/ফায়ার ড্রিল

এই অভিজ্ঞতার জন্য সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা - ৭ টি

১ম ক্লাস

-নিজ ও পারিবারিক কাজ অনুশীলনের অভিজ্ঞতা (ফিরে দেখা)

-পারিবারিক আর্থিক সহযোগিতামূলক কাজের তালিকা প্রণয়ন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার ইত্যাদি

১. জীবন ও জীবিকার প্রথম ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানান। অষ্টম শ্রেণিতে এই বিষয়টি সম্পর্কে দু'একজনের অভিজ্ঞতা জেনে নিন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতেই গত বছরের ক্লাসে কী কী শিখেছে তা জেনে নিন। এবার লটারির মাধ্যমে যেকোনো তিনজনকে নির্বাচন করুন। বাড়িতে তারা নিয়মিত করে এমন একটি 'নিজ কাজ' ও 'পরিবারের কাজে'র অভিজ্ঞতা সামনে এসে বর্ণনা করতে বলুন এবং বর্ণনাকারীদের ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৩. এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আনন্দদায়ক কয়েকটি কাজের নাম জানার চেষ্টা করুন। এভাবে গল্প করতে করতে নতুন অভিজ্ঞতার শিরোনাম 'আনন্দময় কাজের সন্ধানে' বোর্ডের উপরের অংশে লিখে দিন।

৪. যেকোনো একজনকে এবার 'আনন্দময় কাজের সন্ধানে' অভিজ্ঞতাটির শুরুতে যে কবিতার লাইনগুলো আছে, তা সবাইকে পড়ে শোনাতে বলুন এবং অন্য একজনকে কবিতার লাইনগুলোতে কী বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে বলুন। ব্যাখ্যা যথাযথ হলে প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহিত করুন। কোনো ঘাটতি থাকলে সুন্দরভাবে লাইনগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরুন।

৫. একক কাজ: এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নং ২ খুলতে বলুন এবং ছক ১.১ সবাইকে পূরণ করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা লেখার সময় ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখুন, নিজের ভাবনা থেকে লিখছে কি না তা লক্ষ্য করুন। বাড়িতে গিয়ে এই ছকটি অভিভাবককে দেখিয়ে তাদের মতামত লিখে আনতে হবে, তা মনে করিয়ে দিন।

৬. সবার পূরণ করা শেষ হয়ে গেলে বল ছুড়ে বা অন্য যেকোনো মজার উপায়ে কয়েকজনকে নির্বাচন করুন এবং তারা নিয়মিত করে এমন একটি কাজের অভিনয় করে দেখাতে বলুন। অথবা একটি টিস্যু বক্সে 'নিজ কাজ', পারিবারিক কাজ', 'বিদ্যালয়ের কাজ', 'সামাজিক কাজ' ইত্যাদি একেকটা চিরকুটে লিখে রাখুন; নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে একটি চিরকুট তুলে নিতে বলুন এবং যার হাতে যে চিরকুট উঠবে, তাকে সেই অনুযায়ী অভিনয় করতে বলুন।

৭. মাইন্ড ম্যাপিং: এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে পারিবারের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতামূলক কাজের একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৮. এরপর শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা নং ৩ এর একক কাজটি (ছক ১.২: পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতামূলক কাজের তালিকা) করতে দিন। তালিকা তৈরি করার পর ৩/৪ জনকে সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলুন এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

-আর্থিক কাজে সহায়তার পরিকল্পনা

-পারিবারিক বাজেট প্রণয়নের সুবিধা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার ইত্যাদি

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. কেস স্টাডি: পৃষ্ঠা ৬ খুলে 'দৃশ্যপট ১: নকশি কাঁথার ফোঁড়' পড়তে দিন।

৩. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের এলাকাভিত্তিক কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। দলে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের এলাকায় প্রসার ও প্রচলন রয়েছে এমন কয়েকটি পণ্য, কৃষ্টি বা ঐতিহ্য খুঁজে বের করতে বলুন। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে কি না, যা দিয়ে তাদের বয়সী কেউ ইচ্ছা করলে নতুন কোনো আইডিয়া তৈরি করতে পারে। দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি আইডিয়া তৈরি করতে বলুন যা থেকে পরিবারের আর্থিক কাজে সহায়তা করতে পারে দলের সবাই মিলে আলোচনা করে এমন একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।

৪. শিক্ষার্থীরা কাজটি করার সময় ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সবাইকে পর্যবেক্ষনে রাখুন, নিজের ভাবনা থেকে লিখছে কিনা তা লক্ষ করুন।

৫. এবার যেকোনো একটি দলকে সামনে ডেকে নিন। তাদের তালিকাটি দলের করেএকজনকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং দলের অন্য একজনকে পয়েন্টগুলো সঙ্গো সঙ্গো বোর্ডে লিখতে বলুন।

৬. এরপর অন্য দলকে বোর্ডের তালিকায় সাথে যেগুলো মিলে গেছে সেগুলো টিক দিতে বলুন এবং অন্যগুলো তালিকায় নিচের দিকে যুক্ত করতে বলুন। একইভাবে অন্যান্য দলগুলোর পয়েন্টগুলোও যুক্ত করুন । এতে সব দলের তালিকা মিলে একটি বড় তালিকা তৈরি হবে।

৭. এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উক্ত তালিকার যেকোনো একটি বেছে নিতে বলুন এবং সেটি বাস্তবায়নে উদ্যোগ শুরু করতে বলুন।

৮. আলোচনা: এরপর গত বছর কে কে পারিবারিক বাজেট নিয়মিত করেছে, তা জিজ্ঞেস করুন। যারা করেছে, তাদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে পারিবারিক বাজেট করার ফলে কী কী সুবিধা পেয়েছে তা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। এবার বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপের মাধ্যমে পারিবারিক বাজেটের সুবিধাগুলো তুলে ধরুন।

৯. কেস স্টাডি: এবার সবাইকে আগের দলে বসে 'দৃশ্যপট ২ : মজুদ গোছাই' পড়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলুন। দলগত আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হলে একেকটি দল থেকে একেকটি প্রশ্নের জবাব উপস্থাপন করতে বলুন। তাদের দলের উত্তরের সাথে অন্যদল আরও কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং প্রয়োজনে নতুন তথ্য যুক্ত করার সুযোগ দিন। এভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

- পারিবারিক মজুত ব্যবস্থাপনা
- পারিবারিক মজুত ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য দিক

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার ইত্যাদি

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. আলোচনা: গতক্লাসে 'দৃশ্যপট ২: মজুদ গোছাই' এর গল্পটির মূল বক্তব্য এবং এখান থেকে আমরা কী শিখেছি তার অভিজ্ঞতা যেকোনো একজনকে বলতে বলুন । অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ আসনে বসতে বলুন।

৩. এবার পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়, তা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

৪. দলগত কাজ: এরপর শিক্ষার্থীদের ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনায় কী কী দিক আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে, তা লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে তাদের পর্যবেক্ষণ করুন, প্রয়োজনীয় সংকেত (clue) দিয়ে বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করুন। আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হলে যেকোনো ২টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন।

৫. মাইন্ড ম্যাপিং: এবার বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে পারিবারিক মজুদ ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য দিকগুলো আলোচনা করুন।

৬. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৭ খুলতে বলুন এবং একক

কাজটি মনযোগ সহকারে পড়তে (শ্রেণিতে কেউ পড়তে না পারলে (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী) , পাশেরজনকে পড়ে তাকে শোনাতে বলুন) বলুন। সবার পড়া শেষ হলে কীভাবে কাজটি করা যাবে অর্থাৎ সাপ্তাহিক পারিবারিক মজুদ পরিকল্পনা কীভাবে করা যেতে পারে তা জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজটি ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। পরবর্তী ক্লাসে কাজটি জমা দিতে বলুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪ র্থ ক্লাস

- পারিবারিক মজুদ খতিয়ান (স্টক লেজার)

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার

১. অভিজ্ঞতা বিনিময়: সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসের অর্পিত কাজ সাপ্তাহিক ‘পারিবারিক মজুদ পরিকল্পনা’ সবাই করে এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং ২/ ৩ জনের কাছ থেকে একাজটি করার অভিজ্ঞতার গল্প শুনুন।

২. আলোচনা: এবার সবাইকে পারিবারিক মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন। মজুদ খতিয়ান ব্যবহারের সুবিধা এবং এটি কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. কেস স্টাডি: এবার পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৮ এর ‘দৃশ্যপট ৩: রনিদের পরিবারের মজুদ তথ্য’ ভালোভাবে পড়তে বলুন। সবার পড়া শেষ হলে গল্পটি নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের মূল বিষয়গুলো বের করে আনুন ।

৪. এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো ক্যান্টিন ব্যবস্থা থাকে অথবা বিদ্যালয়ের আশে পাশে কোনও হোটেল বা বাড়ি থাকে, তাহলে সেখানকার রান্নাঘরে রাখা মজুদ পরিদর্শন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ভান্ডার তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের সাথে কথা বলে বা প্রশ্ন করে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিতে পারে সেই ব্যবস্থাও করতে হবে।

অথবা

যদি কোনো শিক্ষক বা স্টাফ, যিনি নিজে তার বাড়িতে মজুদ ব্যবস্থাপনার কাজ করেন তাকে ক্লাসে এনে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিন। তাকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে মজুদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জেনে নিতে এবং প্রয়োজনীয় নোট নিতে বলুন ।

৫. আলোচনা: এবার আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এবং পাঠ্যবইয়ের সহায়তায় কীভাবে পারিবারিক মজুদ খতিয়ান বা স্টক লেজার তৈরি করা যায়, তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন এবং বাড়িতে নিজেদের পরিবারের জন্য মাসভিত্তিক/ সপ্তাহিক একটি স্টক লেজার বানাতে বলুন এবং পরিবারে নিয়মিতভাবে স্টক লেজার অনুসরণ করে মজুদ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেককে অবদান রাখতে উৎসাহিত করুন।

৬. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: বাড়িতে গিয়ে পুরো পরিকল্পনা সম্পন্ন করে পরবর্তী ক্লাসে অনুভূতি উপস্থাপন করতে হবে, এ বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দিন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

- বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিচালনা
- অনুষ্ঠান আয়োজনে (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট) লক্ষনীয় দিক

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

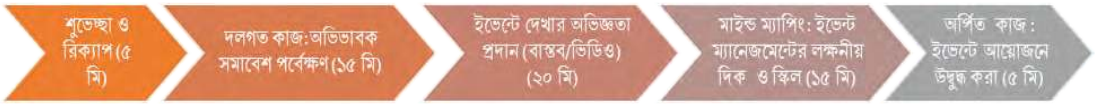

১. রিক্যাপ: সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসের অর্পিত কাজ পারিবারিক স্টক লেজার তৈরির অনুশীলন করেছে কিনা সবাইকে জিজ্ঞেস করুন। লেজার সম্পর্কে যেকোনো একজনের অভিজ্ঞতা শুনুন।

২. দলগত কাজ: পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১০-১১ খুলতে বলুন এবং 'অভিভাবক সমাবেশ ১ ও ২ ভালোভাবে পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিন এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে বলুন-

ক) দুটি অভিভাবক সভার মধ্যে কোনটি সফল হয়েছে বলে মনে করো এবং কেন?

খ) প্রথমটিতে কী ধরনের অব্যবস্থাপনা ছিল?

গ) একটি চমৎকার অভিভাবক সভা আয়োজনের জন্য কোন কোন দিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করো?

এবার একেকটি দলকে পর্যায়ক্রমে একেকটি প্রশ্নের উত্তর যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে বলুন।

৩. অভিজ্ঞতা বিনিময়: শিক্ষার্থীদেরকে যেকোনো একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে মিনিট দশেক সেটি দেখার সুযোগ করে দিন এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর, উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা শ্রেণিতে বর্ণনা করতে বলুন। যদি তা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক যেকোনো একটি অনুষ্ঠানের (৩-৫ মিনিটের) একটি ভিডিও ক্লিপ শ্রেণিতে দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

তাও সম্ভব না হলে কোনো অনুষ্ঠানের কয়েকটি ছবি অথবা ছবি দিয়ে পোস্টার তৈরি করে দেওয়ালে লাগিয়ে দিন এবং সবাইকে তা দেখতে দিন । দেখার পর অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে বলতে বলুন। উক্ত আয়োজনে কীসের ঘাটতি রয়েছে কিংবা কী করা হলে আয়োজনটি আরও চমৎকার হতে পারত, তা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. মাইন্ড ম্যাপিং: এবার অনুষ্ঠান আয়োজন (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় কী কী দিক লক্ষ্য রাখতে হয়, আয়োজনকারীদের কী কী দক্ষতা অর্জন করা জরুরি, ইত্যাদি সম্পর্কে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

৫. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: বাড়িতে গিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে এলাকার বড়দের কাছে কিংবা নিজেদের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে অভিজ্ঞতার গল্প শুনে নিতে বলুন । এর পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১১-১৪ ভালোভাবে পড়ে নিতে বলুন। সময় ও সুযোগ পেলে তারা যেন এলাকায় এধরনের যেকোনো অনুষ্ঠান (বিয়ে, গায়ে গলুদ, খাতনা, জন্মদিন, পূজা-পার্বণ, আলোচনা সভা, বন্ধুদের মিলনমেলা, দোকানের উদ্বোধন, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সম্বর্ধণা, সেমিনার, র‍্যালি)-এ অংশগ্রহণ করে সেগুলোর আয়োজনের রীতি রেওয়াজ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

বি. দ্র. এই ক্লাসটিতে যদি ক্রম ৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্লাসের বাইরের কোনো অনুষ্ঠান দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে অন্যান্য কাজগুলো (যেমন- শিক্ষকের ব্যাখ্যা করা) পরবর্তী ক্লাসে করাতে হবে অথবা শিক্ষক পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্লাসের পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে পারবেন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

-ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্ট ওয়ার্ক 'ফায়ার ড্রিল'

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, প্রজেক্টর, ভিডিও

১. রিক্যাপ: সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসের বিষয়বস্তু 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' সম্পর্কে কারও নতুন কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং কেউ বলতে আগ্রহী হলে তাকে সামনে এসে সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্টের আয়োজকদের কী ধরনের স্কিল বা দক্ষতা থাকা প্রয়োজন তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রিক্যাপ করিয়ে নিন।

২. প্রজেক্ট বিষয়ক আলোচনা: এবার নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'ফায়ার ড্রিল' বা 'অগ্নি মহড়া' নামের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য শিক্ষার্থীদের একটি প্রজেক্ট হাতে নিতে বলুন। প্রজেক্টটি কীভাবে করা যেতে পারে তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। সুষ্ঠূভাবে কাজটি সম্পন্ন করার

জন্য শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করে কাজ বণ্টন করে দিন: (ক) তথ্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দল

(খ) যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দল

(গ) বাজেট ও সরঞ্জাম প্রস্তুতি বিষয়ক দল

(ঘ) পরিকল্পনা ও সার্বিক নির্দেশনা প্রদানকারী দল

(ঙ) প্রতিবেদন প্রণয়নকারী দল

৩. প্রতিটি দলের দায়িত্ব সবাইকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০ থেকে ফায়ার ড্রিল সম্পর্কিত'কিছু তথ্য জেনে নিই' ভালোভাবে পড়ে নিতে বলুন।

৪. ফায়ার ড্রিল বা অগ্নি মহড়ায় সাধারণত কী কী করা হয়, তার একটি ভিডিও প্রদর্শন করুন । ভিডিও দেখানো সম্ভব না হলে পুরো মহড়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিন।

৫. ভূমিকাভিনয়: এবার সবাই মিলে মহড়া আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা করতে বলুন। কেমন হতে পারে মহড়ার আয়োজন, তা নিয়ে একটি রিহার্সেল বা ভূমিকাভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে বলুন। ফায়ার ড্রিলের অভিনয় দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন। ফিডব্যাক অনুযায়ী পরিকল্পনায় পরিমার্জন আনতে বলুন।

৬. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: নিখুঁত আয়োজনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস ও গার্লসগাইড এর সহায়তা নিতে পারে, নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিসের কর্মী অথবা এই সংক্রান্ত ভিডিও দেখে প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে- এই বিষয়গুলোও তাদের বুঝিয়ে বলুন। ফায়ার ড্রিল আয়োজনের পর এটি পরিচালনায় কী কী সবল ও দুর্বল দিক তাদের চোখে পড়েছে তা উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন সবাইকে জমা দিতে হবে এই বিষয়টিও জানিয়ে দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(ফায়ার ড্রিলের মূল অয়োজন ক্লাস রুমে হবে না। মাঠে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোনো একটি দিন নির্ধারণ করে আয়োজনটি করা যেতে পারে।)

৭ম ক্লাস

-স্বমূল্যায়ন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার,

১. **রিক্যাপ ও প্রজেক্টের অগ্রগতি:** সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসের প্রজেক্ট ওয়ার্ক 'ফায়ার ড্রিল' বা 'অগ্নি মহড়া' সম্পর্কে কারও নতুন কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং কেউ বলতে আগ্রহী হলে তাকে সামনে এসে সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। 'ফায়ার ড্রিল' এর পরিকল্পনা কতদূর এগিয়েছে, তাদের আয়োজনের জন্য কী কী উদ্যোগ এ পর্যন্ত নিয়েছে, তার অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে নিন।

২. **একক কাজ:** এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১৭ খুলতে বলুন এবং স্বমূল্যায়নের ক ও খ নম্বরে নির্ধারিত কাজগুলো করতে বলুন। কাজগুলো করার সময় ঘুরে ঘুরে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করুন, প্রত্যেকে যেন নিজে নিজে কাজগুলো করে তা তদারকি করুন এবং কারো কোনো সহায়তা প্রয়োজন হলে করুন । কাজগুলো করা হলে যেকোনো দুইজনের কাজ সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলুন।

৩. **দলগত কাজ:** এরপর সবাইকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন এবং স্বমূল্যায়নের গ নম্বরে উল্লিখিত কাজটি দলগত আলোচনার মাধ্যমে একটি পোস্টারে করতে বলুন। অনুষ্ঠানসূচি তৈরির কাজটি করা শেষ হলে একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যান্য দলের মতামত নিন। সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি অনুষ্ঠানসূচি চূড়ান্ত করুন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে উক্ত দিনটির আয়োজনে এটি অনুসরণ করার পরামর্শ দিন।

৪. **পরবর্তী কাজের নির্দেশনা:** এবার শিক্ষার্থীদেরকে বাড়িতে গিয়ে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১৮ এর 'এ অধ্যায়/অভিজ্ঞতা আমরা যা যা করেছি' ছকটি যথাযথভাবে পূরণ করে আনতে বলুন। এখানে নিজের সত্যিকার অভিব্যক্তি যেন প্রকাশ করে, সে বিষয়টি ভালোভাবে মনে করিয়ে দিন। কারণ, এখানে ভুল বা অসত্য তথ্য দেওয়া হলে, সেটি তার যোগ্যতা অর্জনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে; ফলে ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় টিকে থাকা তার জন্য অনেক প্রতিযোগিতা মুলক হয়ে যাবে। এভাবে সঠিক তথ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ করুন।

৫. সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাসটি সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

২
দক্ষতা উন্নয়নের জানালা

শিখন যোগ্যতা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কাঙ্ক্ষিত পেশাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করে, এসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতায় যেসব কার্যক্রম থাকবে

- » পরিবর্তনশীল পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
- » পরিবর্তনশীল পেশার দক্ষতা অনুসন্ধান করা
- » বিভিন্ন খাতের বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার পরিবর্তন খুঁজে বের করা
- » ২০৩০ সালে নিজের জন্য সম্ভাব্য পেশার দক্ষতা অনুমান করা
- » বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়া
- » বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে

- ✓ পরিবর্তনশীল পেশায় বদলে যাওয়া চাহিদা
- ✓ চাহিদার সাথে দক্ষতার পরিবর্তন
- ✓ ভবিষ্যৎ পেশার ধারণা
- ✓ খাতভিত্তিক পেশার ভিন্নতা ও দক্ষতা
- ✓ আগামীর পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ
- ✓ কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা
- ✓ আমাদের দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে পরিচয়
- ✓ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্যারিয়ার সম্ভাবনা

এই অভিজ্ঞতার জন্য সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা - ৬ টি

১ম ক্লাস

-পরিবর্তনশীল পেশায় বদলে যাওয়া চাহিদা

- চাহিদার সাথে দক্ষতার পরিবর্তন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

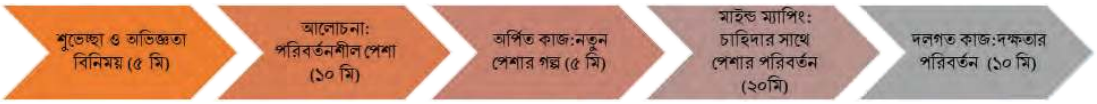

১. অভিজ্ঞতা বিনিময়: জীবন ও জীবিকা ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানান। পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ২১ খুলতে বলুন। নতুন একটি অভিজ্ঞতার ক্লাস শুরুর উদ্দেশ্যে 'আসছে নতুন দিন, আসছে ... ... আসবে অর্থনৈতিক মুক্তি' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান অথবা শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে বলুন।

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিজেদের এলাকার আশে পাশে কোথায়ও কোনো প্রতিষ্ঠান চোখে পড়েছে কিনা, তা জিজ্ঞেস করুন এবং কেউ নাম বললে তাকে ধন্যবাদ দিন।

২. এভাবে গল্প করতে করতে নতুন অভিজ্ঞতার শিরোনাম 'দক্ষতা উন্নয়নের জানালা' বোর্ডের উপরের অংশে লিখে দিন।

৩. আলোচনা: শিক্ষার্থীদের বাড়িতে মুড়ি কেনা হয় কিনা, কোথা থেকে কেনা হয়, তা জিজ্ঞেস করুন। উত্তর শোনার পর আগের দিনে পাড়ায় পাড়ায় মুড়ি ভাজার গল্প বলুন। বিয়ে, গায়ে হলুদে মঞ্চ সাজানোর কাজ এখন কারা করে, বাড়িতে বানানো পিঠা কীভাবে চলে যাচ্ছে প্যাকেটে মুড়ে সুপার শপগুলোতে এসব অভিজ্ঞতার গল্প নিজে বলুন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও শুনুন। এভাবে গল্পের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পেশায় চাহিদা কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. অর্পিত কাজ: এবার পেশার পরিবর্তন করেছেন এমন একজন স্থানীয় ব্যক্তি বা আত্মীয় বা প্রতিবেশি খুঁজে বের করতে বলুন। ছুটির দিনে উক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে ছক ২.১ নতুন পেশার গল্প পূরণের দায়িত্ব দিন।

৫. মাইন্ড ম্যাপিং: এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে চাহিদার সঙ্গে পেশায় দক্ষতার পরিবর্তনের বিভিন্ন উদাহরণসহ বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৬. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের ৫/৬ টি দলে বিভক্ত করে দিন এবং 'দক্ষতার পরিবর্তন' নামের দলগত কাজটি আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে বলুন। কাজ শেষে সবার উপস্থাপন দেখুন , প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৭. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

- কেস ১: সানজিদার কৃষিবিজ্ঞানী হয়ে ওঠা

-ভবিষ্যৎ পেশার ধারণা

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. রিক্যাপ: সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসে সাক্ষাৎকার নেওয়ার যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল, তা কতদূর এগিয়েছে- জিজ্ঞেস করুন। গত ক্লাসে আর কী কি আলোচনা হয়েছিল তা সংক্ষেপে যেকোনো একজনকে বলতে বলুন।

২. কেস স্টাডি: এবার সবাইকেকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ২৬ খুলে ‘কেস ১: সানজিদার কৃষিবিজ্ঞানী হয়ে ওঠা’ পড়তে দিন।

৩. দলগত কাজ: কেসটি পড়া শেষ হলে দলগত কাজ ‘দক্ষ হয়ে ওঠার পরিক্রমা’র উত্তরগুলো আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুত করতে বলুন। এবার ২/১ টি দলের উপস্থাপন দেখে অন্যান্য দলের মতামত নিন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সমন্বয় করুন।

৪. আলোচনা: এবার সম্ভব হলে ভবিষ্যৎ পেশার একটি ছোটো ভিডিও দেখান অথবা ভবিষ্যৎ পেশার বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন। তুলি গোমেজের গল্পটি শোনান।

৫. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এরপর সবাইকে পাঠ্যবইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার একক কাজটি বুঝিয়ে দিন এবং আগামী ক্লাসে কাজটি করে আনতে বলুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

- খাতভিত্তিক পেশার ভিন্নতা ও দক্ষতা

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. রিক্যাপ: সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসে ‘ ছক ২.৩ পেশায় দক্ষতার পরিবর্তন’

নামে যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল তা সবাই করে এনেছে কিনা জেনে নিন এবং আজকের ক্লাস শেষে কাজটি মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যবইটি সবাইকে জমা দিয়ে যেতে হবে তা বলে দিন।

২. আলোচনা: এবার বিভিন্ন খাতে নতুন নতুন যেসব পেশা এসেছে, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরিকৃত একটি ভিডিও প্রদর্শন করুন অথবা বিভিন্ন খাতের নতুন নতুন পেশা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ করুন। আলোচনায় সবাইকে সক্রিয় করার চেষ্টা করুন।

৩. কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চাইলে তাকে উৎসাহিত করুন।

৪. দলগত কাজ: এরপর শিক্ষার্থীদের ৩৩ পৃষ্ঠার দলগত কাজটি বুঝিয়ে দিন এবং আলোচনার মাধ্যমে ছক ২.৪: পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা পূরণ করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সকল দলে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবাইকে ছকটি পূরণ করে আগামী ক্লাসে জমা দিতে বলুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪ র্থ ক্লাস

- আগামীর পেশায় যেসব দক্ষতা আমাদের প্রয়োজন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার

১. রিক্যাপ : সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসের কাজটি সবাই করে এনেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যেকোনো ২ জনের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যান্যদের মতামত নিন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন এবং আজকে ক্লাস শেষে পাঠ্যবইটি জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন।

২. এবার বিভিন্ন গবেষণার উদাহরণ দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের কর্মসংস্থানের চিত্র তুলে ধরুন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

৩. এরপর শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা বলতে কী বুঝায়, তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের উত্তরের প্রেক্ষিতে কিছু তথ্য দিন।

৪. পোস্টার তৈরি: এবার শিক্ষার্থীদের ৫/৬ টি দলে বিভক্ত করে সব দলে একটি করে পোস্টার (পোস্টার না থাকলে /সম্ভব না হলে, কাগজ জোড়া দিয়ে কিংবা ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যেতে পারে) সরবরাহ করুন। মৌলিক দক্ষতা কী, আমাদের কী কী মৌলিক দক্ষতা অর্জন করা জরুরি এবং কেন – এই তিনটি প্রশ্নের ওপর একটি পোস্টার বানাতে বলুন।

৫. পোস্টার তৈরি হলে প্রতিটি দল থেকে একজন দলনেতাকে এসে তা উপস্থাপন করতে হবে তা বলে দিন। দলগত এই উপস্থাপনা পর্ব পরিচালনার জন্য দুইজন মডারেটর নির্বাচন করে দিন। তাদেরকে

প্রতিটি দলের উপস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে বলুন। সব দলের উপস্থাপন শেষ হলে দল ও মডারেটকে ধন্যবাদ জানান।

৬. মাইন্ড ম্যাপিং: এরপর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ করুন। সকল শিক্ষার্থীকে আলোচনায় সক্রিয় রাখার চেষ্টা করুন।

৭. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এবার ৩৪ পৃষ্ঠার একক কাজটি (২০৩০ সালে নিজের জন্য পেশা নির্বাচন এবং উক্ত পেশার সম্ভাব্য দক্ষতা) বুঝিয়ে দিন এবং আগামী ক্লাসে বাড়ি থেকে করে আনতে বলুন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

- আমাদের দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে পরিচয়

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসের কাজ '২০৩০ সালে নিজের জন্য নির্বাচিত পেশার দক্ষতা' সম্পন্ন করেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং কয়েকজনের কাছ থেকে কাজটি করার অভিজ্ঞতা শুনুন।

৩. হট সিট গেইম: এবার আমাদের দেশের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে কারো কোনো তথ্য জানা আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যাদের জানা আছে তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজকে ডেকে সামনে এনে চেয়ারে বসতে দিন । এবার ব্যাখ্যা করে বলুন এটা হলো 'হট সিট'; এই হট সিটে যিনি বসেন, তিনি হলেন সবজান্তা; তাকে যে প্রশ্নই করা হোক, তিনি উত্তর দিতে পারেন। সুতরাং এখন যে বসেছ, তাকে অন্যদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এবার হট সিট গেইম শুরু করতে বলুন। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে যা যা প্রশ্ন আছে, তা হট সিটে বসা শিক্ষার্থীকে করতে বলুন। এভাবে আনন্দঘন একটি পরিবেশ তৈরি করুন।

৪. হট সিটের শিক্ষার্থী হয়তো সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে না। এজন্যে গেইম শেষে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য নিজেই ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করুন।

৫. কেস স্টাডি: এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৩৬ এর 'কেস ২ একজন শিমুলের স্বপ্ন পূরণ' পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে সবাইকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন এবং ৩৭ পৃষ্ঠার দলগত কাজটি বুঝিয়ে দিন। দলের সদস্যরা মিলে তথ্য সংগ্রহের জন্য কী কী করবে, তার পরিকল্পনা করতে বলুন। পরবর্তী

ক্লাসে জীবন ও জীবিকা খাতায় তাদেরকে কাজটি করে জমা দিতে বলুন ।

৬. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এবার আগামী ক্লাসের জন্য আরেকটি বিশেষ কাজ ‘ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা এই ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে। এজন্য সবাইকে বাড়ি থেকে অভিভাবকের অনুমতিপত্র/সম্মতি নিয়ে আসতে বলুন।

৭. আগামী ক্লাসে পরিদর্শন পরিকল্পনা করা হবে, এই তথ্য জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

- বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিকল্পনা

-স্বমূল্যায়ন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার ইত্যাদি

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. গতক্লাসে তথ্য সংগ্রহের যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পর্কে অগ্রগতি জেনে নিন। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর কাজটি চূড়ান্ত করতে বলুন।

৩. পরিদর্শন পরিকল্পনা: এবার বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিকল্পনার কাজ শুরু করতে বলুন। পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাতে বলুন।

৪. পরিকল্পনা শেষ হলে এবার পরিদর্শন সংক্রান্ত যেসব টুলস তৈরি করতে হবে, যেমন-প্রতিষ্ঠানকে অবহিতকরণ পত্র, চেকলিস্ট, সময় নির্ধারণ, পরিবহন ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, ধন্যবাদ পত্র (পৃষ্ঠা ৪১ এর কিছু তথ্য জেনে নিই থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে), ইত্যাদি।

৫. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়িতে করে আগামী ক্লাসে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

৩

স্বপ্নগুলো সত্যি করি

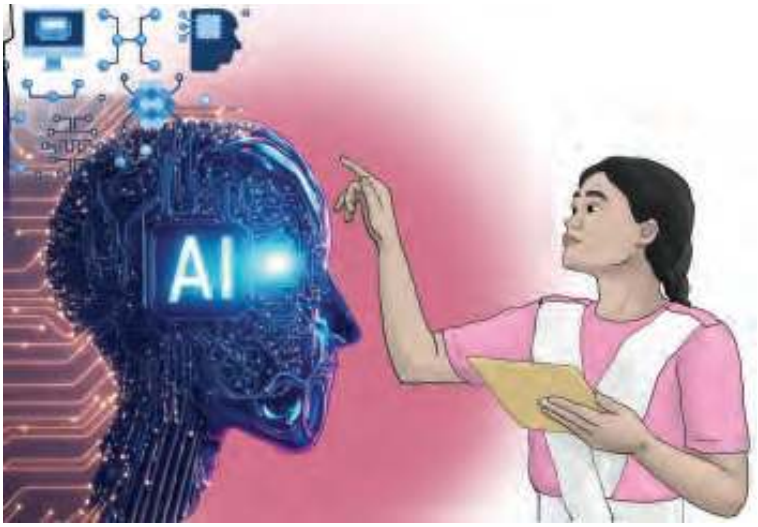

শিখন যোগ্যতা

শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত ও নতুন পেশার উপযোগী দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে, তা অর্জনের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করতে পারা। যুগোপযোগী চাহিদা ও আবিষ্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে ভবিষ্যৎ দক্ষতার উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতায় যেসব কার্যক্রম থাকবে

» ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর গল্প বিশ্লেষণ করা

» ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর গল্প লেখা

» ভবিষ্যতের জন্য নির্বাচিত কয়েকটি পেশার দক্ষতা অনুসন্ধান করা

» নতুন প্রযুক্তির বাস্তব ব্যবহারের পরিকল্পনা করা

» আগামীর জন্য প্রকল্প তৈরি করা

উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে

✓ প্রযুক্তিভিত্তিক গল্প

✓ ভবিষ্যতের কাল্পনিক পেশার দক্ষতা

✓ নতুন প্রযুক্তির বাস্তব ব্যবহার

✓ নতুন প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প

এই অভিজ্ঞতার জন্য সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা - ৫ টি

১ম ক্লাস

- প্রযুক্তির সাথে বসবাস (গল্প)

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. জীবন ও জীবিকা ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানান।

২. পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৪২ খুলতে বলুন। নতুন একটি অভিজ্ঞতার ক্লাস শুরুর উদ্দেশ্যে 'তুহিন মেরু পার হয়ে যায় ... ... আসছে উড়ে' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান অথবা শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে বলুন।

৩. কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো শিক্ষার্থীরা কল্পনায় ভেসে বেড়ায় কিনা জিজ্ঞেস করুন। নিজেদের কল্পলোকে কি হিসেবে নিজেকে দেখতে পায়- এরকম কিছু মজার প্রশ্ন করতে করতে আজকের নতুন অভিজ্ঞতার শিরোনাম 'স্বপ্নগুলো সত্যি করি' বোর্ডের উপরের অংশে লিখে দিন।

৪. গল্প পড়া: এরপর শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির সাথে বসবাস –এই গল্পটি পড়িয়ে নিন। একেকটি প্যারা একেকজনকে উচ্চস্বরে পড়তে দিন এবং অন্যদেরকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আছে কিনা তা যাচাই করতে মাঝে মাঝে গল্প সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করে নিন।

৫. শব্দ জব্দ খেলা: এবার শব্দ জব্দ খেলার জন্য শিক্ষার্থীদের ২ টি দলে বিভক্ত করে দিন এবং গল্পের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা তাদের জানা নাই, সেগুলো খুঁজে বের করতে বলুন। এরপর এক দল আরেকদলকে একটি করে শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে বলুন। অন্যদল উত্তর দিতে পারলে পয়েন্ট পাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে একদল অন্যদলকে নতুন শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবে। এভাবে শব্দ জব্দ খেলা শেষে কোন দল বেশি স্কোর পেল, তা ঘোষণা দিন এবং দুই দলকেই প্রশংসা করুন এবং হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৬. এভাবে শব্দ জব্দ খেলার পর যে শব্দগুলোর ব্যাখ্যা অন্যরা কেউ বলতে পারবে না, সেগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিন।

৭. দলগত কাজ: এরপর পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৪৭ এর দলগত কাজ 'ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সন্ধানে' আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে বলুন। কাজ শেষে কয়েকটি দলের উপস্থাপন দেখুন , প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৮. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

- আগামীর স্বপ্ন বুনি

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে গল্পের মাধ্যমে নতুন যেসব প্রযুক্তির সাথে পরিচয় হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ২/১ টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। এগুলো সম্পর্কে তারা আরও কোনো নতুন তথ্য জেনেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন; জেনে থাকলে তা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৩. গল্প লিখন: এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৪৮ খুলে 'আগামীর স্বপ্ন বুনি' শিরোনামে একটি গল্প লিখতে দিন। গল্পটি লেখার সময় কারো সাথে কথা বলা যাবে না, কারো গল্প কপি করা যাবে না। সেরা গল্পটি তাদের বার্ষিক ম্যাগাজিনে ছাপানো হবে- এই ঘোষণাগুলো দিয়ে গল্প লিখতে দিন।

৪. একক কাজ: গল্প লেখা শেষ হলে একক কাজ 'কাল্পনিক পেশায় প্রযুক্তির ব্যবহার'-এই ছকটি পূরণ করতে বলুন। দুই/একজনের ছকের তথ্য উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন দেখে অন্যান্যদের মতামত নিন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সমন্বয় করুন।

৫. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এরপর সবাইকে পাঠ্যবইয়ের ৫০ পৃষ্ঠার দলগত কাজটি বুঝিয়ে দিন এবং আগামী ক্লাসে কাজটি করে আনতে বলুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

- নতুন প্রযুক্তির বাস্তব ব্যবহার

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ/ছবি

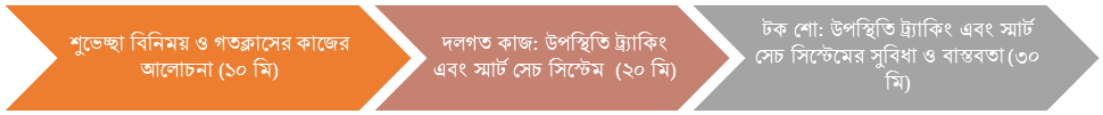

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসের দলগত কাজটির অগ্রগতি কতদূর তা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন। কোনো

পেশা সম্পর্কে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না তা জেনে নিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করুন।

৩. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের মডেল প্রজেক্ট শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও পারদর্শিতা ট্র্যাক করতে আইওটি এবং স্মার্ট সেচ সিস্টেম এই দুটি ভালোভাবে পড়তে দিন।

৪. টকশো: এবার সবাইকে ২টি দলে ভাগ করে দিন। দুই দল থেকে টকশো'র জন্য দুইজন বক্তা নির্বাচন করুন একজন মডেল প্রজেক্ট আইওটি এবং আরেকজন স্মার্ট সেচ এর প্রতিনিধিত্ব করবে। আরেকজনকে নির্বাচন করুন প্রশ্নকারী বা সঞ্চালক হিসেবে। এবার তিনজনকে সামনে বসিয়ে দিন। সঞ্চালককে কিছু প্রশ্ন প্রস্তুত করতে সহায়তা করুন।

৫. প্রস্তুতি শেষে 'টকশো' শুরু করতে বলুন। ক্লাসের বাকীদের দর্শক হিসেবে টকশো পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। টকশো শেষে দর্শকদের মধ্য থেকে একজনকে শো'র দুই বক্তা ও সঞ্চালককে ধন্যবাদ জানাতে বলুন। অন্য একজন দর্শককে তাদের জন্য কোনো ফিডব্যাক দিতে বলুন। একইসাথে ফিডব্যাক দেওয়ার নিয়ম (ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন) মনে করিয়ে দিন। এভাবে আনন্দদায়ক পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দুটি মডেল প্রজেক্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিন।

৬. প্রজেক্ট সম্পর্কে কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চাইলে তাকে উৎসাহিত করুন এবং বলতে বলুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(টকশো: বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দেশের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সঞ্চালনকারী আগে থেকেই প্রশ্ন তৈরি করে রাখেন । আবার কথা প্রসঙ্গে কোনো জিজ্ঞাসা চলে আসলে সেগুলোর ওপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্ন করেন।)

৪ র্থ ক্লাস

- আগামীর প্রকল্প বানাই

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → দলগত কাজ: প্রজেক্ট আইডিয়ার পরিকল্পনা (২০ মি) → দলগত কাজ : প্রজেক্ট আইডিয়া উপস্থাপন (৩০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা গতদিন যেসব মডেল প্রজেক্টের সাথে পরিচিত হয়েছে, এমন ধরনের কোনো প্রজেক্ট তারা নিজেরা বানাতে চায় কিনা।

৩. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন এবং বলুন যে, প্রকল্প বানানোর জন্য প্রথমেই সমস্যা খুঁজে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কিছুক্ষণ চিন্তা করে কিছু সমস্যা খুঁজে বের করতে বলুন। এবার পাঠ্যবইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠায় সমস্যার যে ক্ষেত্রগুলো দেওয়া আছে, তাদের নির্বাচিত

সমস্যাগুলো এই ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। যদি না হয়, তাহলে এই তালিকা থেকে একটি ক্ষেত্র বেছে নিয়ে সেখান থেকে একটি সমস্যা খুঁজে নিতে বলুন।

৪. এবার উক্ত দলে সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান আছে কিনা, কীভাবে করা যায় ইত্যাদি আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রজেক্ট আইডিয়া প্রস্তুত করতে বলুন।

৫. এবার প্রতিটি দলের প্রজেক্ট আইডিয়া উপস্থাপন করতে দিন। একদলের আইডিয়া উপস্থাপন হলে অন্যান্য দলকে প্রশ্ন করতে বলুন। এভাবে সব দলের আইডিয়া উপস্থাপন করতে দিন।

৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা তাদের আইডিয়া অনুযায়ী মডেল বানিয়ে উপস্থাপন করতে পারে- এরকম ঘোষণা দিয়ে সবাইকে মডেল তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(প্রজেক্ট আইডিয়া: ক্লাস সময়ের বাইরে শিক্ষার্থীরা প্রজেক্টের কাজগুলো করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ প্রোগ্রামে এই প্রজেক্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।)

৫ম ক্লাস

- প্রজেক্ট আইডিয়া
- স্বমূল্যায়ন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার

শুভেচ্ছা ও রিক্যাপ (৫ মি)	দলগত কাজ: প্রজেক্টের মডেল (১০ মি)	স্বমূল্যায়ন ৩৫ (মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে দেওয়া প্রজেক্টের মডেল নিয়ে দলগুলোর অগ্রগতি কতটুকু তা জিজ্ঞেস করুন। প্রতিটি দলের হালনাগাদ তথ্য জেনে নিন।

৩. এবার পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৫৫ এর ছক ৩.৩: প্রজেক্ট আইডিয়ার প্রতিটি ঘরের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে যেন তারা কাজ করে এবং নিজেদের কাজ মূল্যায়নের জন্য ৫৭ পৃষ্ঠার চেকলিস্টটি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে বলুন।

৪. স্বমূল্যায়ন: এরপর স্বমূল্যায়নের কাজগুলো সবাইকে এককভাবে করতে দিন।

৫. পরবর্তী ক্লাসে স্বমূল্যায়নের নির্ধারিত ঘরে অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষরসহ পাঠ্যবইটি জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪

ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই

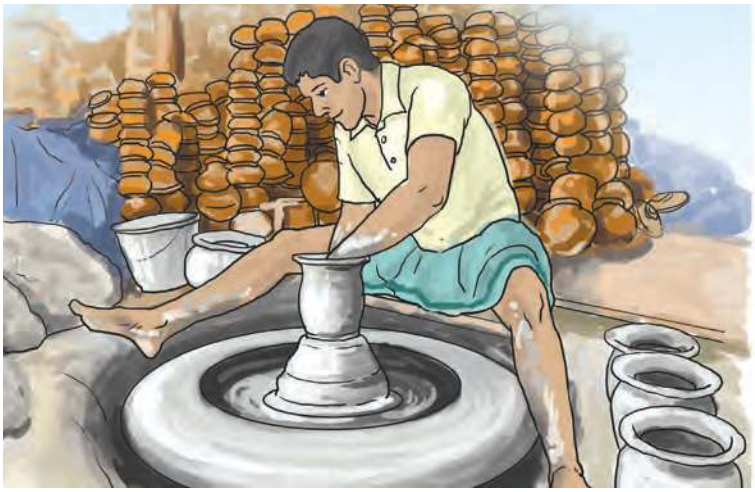

শিখন যোগ্যতা

স্থানীয় সম্পদ, সুযোগ ও চাহিদার ভিত্তিতে লাভজনক বিনিয়োগের খাত খুঁজে পাবার কৌশল প্রয়োগ করতে পারা এবং দলগতভাবে একটি সম্ভাব্য ব্যবসায়ের ধারণা প্রণয়ন করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতায় যেসব কার্যক্রম থাকবে

- » স্থানীয় ব্যবসায়ের সাথে পরিচিত হওয়া
- » স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ করা
- » স্থানীয় বাজার পর্যালোচনা করা
- » কেস পর্যালোচনা করা
- » ব্যবসায়ের আইডিয়া চূড়ান্ত করা
- » ব্যবসায়ের আইডিয়া সেমিনারে উপস্থাপন

উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে

- ✓ স্থানীয় সম্পদের সাথে পরিচয়
- ✓ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার
- ✓ স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ
- ✓ স্থানীয় বাজার পর্যালোচনা
- ✓ কেস পর্যালোচনা
- ✓ ব্যবসায়ের আইডিয়া

এই অভিজ্ঞতার জন্য সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা - ৫ টি

১ম ক্লাস

- স্থানীয় সম্পদের সাথে পরিচয়

- স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. জীবন ও জীবিকা ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানান। পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৬০ খুলতে বলুন। নতুন একটি অভিজ্ঞতার ক্লাস শুরুর উদ্দেশ্যে 'কোন বাণিজ্যে নিবাস ... ... করব মহাজনী' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান অথবা শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে বলুন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো শিক্ষার্থীরা কেউ বাণিজ্য করতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করুন। নিজেদের কল্পনায় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে কিনা, কীসের ব্যবসায় করতে ইচ্ছুক- এরকম কিছু মজার প্রশ্ন করতে করতে আজকের নতুন অভিজ্ঞতার শিরোনাম 'ব্যবসায়ের আইডিয়া বানাই' বোর্ডের উপরের অংশে লিখে দিন।

২. এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিন।

৩. ট্রেজার-হান্ট: এবার 'ট্রেজার-হান্ট' খেলার জন্য শিক্ষার্থীদের ৪ টি দলে ভাগ করে নিন। একটি করে স্থানীয় সম্পদ ও এলাকার নাম লিখে ৪টি দলে চারটি ছোটো কাগজ দিন। এবার দলে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত এলাকা চিনে নাম বলার জন্য ৩টি করে প্রশ্ন বা ক্লু লিখতে বলুন। ক্লু তৈরি করা শেষ হলে একটি দলকে সামনে আসতে বলুন। খেলার নিয়ম বুঝিয়ে বলুন । বিশেষ দ্রষ্টব্যে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী খেলাটি সমাপ্ত করুন । খেলা শেষে কোন দল বেশি স্কোর পেল, তা ঘোষণা দিন এবং সব দলকেই প্রশংসা করুন এবং হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৪. প্রশ্নোত্তর: এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. দলগত কাজ: এরপর পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৬২ এর দলগত কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন এবং পরবর্তী ক্লাসে বাড়ি থেকে সম্পন্ন করে আনতে বলুন। ক্লাসের বাইরে এলাকাভিত্তিক দলে বসে শিক্ষার্থীরা কাজটি করবে। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(ট্রেজার-হান্ট খেলার নিয়ম: প্রথমে একদল সামনে আসবে, তাদের নাম হবে 'ট্রেজার', বাকী দলগুলো হবে 'হান্টার'। শুরুতে 'ট্রেজার' দল তাদের এলাকা ও সম্পদ সম্পর্কে একটি ক্লু বলবে। তাদের ক্লুর ভিত্তিতে অন্যদলগুলো তাদের এলাকা ও সম্পদের নাম বলার চেষ্টা করবে; যে দল সঠিক অনুমান করতে পারবে, তারা ৩০ পয়েন্ট পাবে, কিন্তু ট্রেজার দল কোনো পয়েন্ট পাবে না । আর যদি ভুল হয়, অর্থাৎ কোনো দলই সঠিক উত্তর দিতে না পারে, তাহলে ট্রেজার দল ১০ পয়েন্ট পাবে। এভাবে পরের ক্লু দিতে হবে; অন্যান্য দলগুলো অনুমান করে এলাকা ও সম্পদের নাম বলার চেষ্টা করবে। যেদল সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তারা ২০ পয়েন্ট পাবে এবং

ট্রেজার দলে কোনো পয়েন্ট যুক্ত হবে না; তবে যদি কোনো দলই সঠিক উত্তর দিতে না পারে, তাহলে ট্রেজার দল ২০ পয়েন্ট পাবে। এভাবে ৩য় ক্লু দিতে হবে এবং যেদল সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তারা ১০ পয়েন্ট পাবে এবং ট্রেজার দলে কোনো পয়েন্ট যুক্ত হবে না; তবে যদি কোনো দলই সঠিক উত্তর দিতে না পারে, তাহলে ট্রেজার দল ৩০ পয়েন্ট পাবে। এভাবে অন্যান্য দলগুলোও এক এক করে ট্রেজার দল ও হান্টার দল হিসেবে খেলবে।)

২য় ক্লাস

-স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণ

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অর্পিত কাজ আদায় (৫ মি) → আলোচনা: সাক্ষৎকারের পরিকল্পনা (২০ মি) → আলোচনা: বাজার পর্যবেক্ষণ টুলস তৈরি (৩৫ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে যে কাজটি দেওয়া হয়েছে, তা সম্পর্কে জেনে নিন। ২/১ জনের অভিজ্ঞতা শুনুন। এবার স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করার বিষয়টি সবাইকে বুঝিয়ে বলুন।

৩. এবার এই পরিকল্পনার জন্য শুরুতেই একটি কমিটি গঠন করে দিন। কমিটিকে কাজগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

৪. আলোচনা: এরপর কমিটির সদস্যদেরকে বলুন, স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য সবাইকে নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনুমতিপত্র প্রস্তুত করতে বলুন। একইসাথে বাজার পর্যবেক্ষণের সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য একটি সাক্ষাৎকারপত্র তৈরি করতে বলুন। পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৬৪ ও ৬৬ পৃষ্ঠায় সাক্ষাৎকারপত্রের নমুনা ছক এবং অনুমতিপত্রের নমুনা দেওয়া রয়েছে, সেটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৫. দলগত কাজ: দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজার পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতির জন্য টুলস (অনুমতি পত্র, সাক্ষাৎকারপত্র) তৈরি করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সবার আলোচনা এবং টুলস তৈরির কাজে তত্ত্বাবধান করুন। কোনো দলের আলোচনা বা টুলস লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে কিনা তা নজরে রাখুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে সহায়তা করুন।

৬. যেকোনো একটি দলের সাক্ষাৎকার পত্র উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন দেখে অন্যান্যদের মতামত নিন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারপত্র চূড়ান্ত করুন।

৭. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা : সবাইকে পাঠ্যবইয়ের ৬৬ পৃষ্ঠার ‘নিজের অনুভূতি’ কাজটি বুঝিয়ে দিন এবং বাজার পর্যবেক্ষণ শেষ হওয়ার পর ক্লাসে কাজটি করে আনতে বলুন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(নিজ এলাকার বা স্থানীয় ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য শিক্ষকের অথবা অভিভাবকের সহায়তা নেওয়া যাবে। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বা এককভাবে সাক্ষাৎকার নিতে পারে। তাদের সাধ্য অনুযায়ী ২/৩ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।)

৩য় ক্লাস

- স্থানীয় বাজার পর্যালোচনা

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ/ছবি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → দলগত কাজ: স্থানীয় বাজারের ম্যাপ (২০ মি) → আলোচনা: ব্যবসায়ের আইডিয়া (২০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: গতক্লাসের কাজটির অগ্রগতি কতদূর তা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন। স্থানীয় এলাকা ও এলাকার বাজার সম্পর্কে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না তা জেনে নিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করুন।

৩. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে একটি স্থানীয় ম্যাপ আঁকুন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে মাঝখানে রেখে চারপাশে কী কী আছে, তা জিজ্ঞেস করে করে ম্যাপটি আঁকতে থাকুন। এবার সবাইকে ৫/৬টি দলে ভাগ করে দিন। একেকটি দলকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ এলাকা বা পাড়াভিত্তিক পুরো ম্যাপটি তৈরি করতে দিন।

৪. আলোচনা: ম্যাপ তৈরি শেষ হলে ব্যবসায়ের আইডিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে এটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিন এবং এর সুবিধা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলুন।

৫. এবার শিক্ষার্থীদের আগের দলে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৬৮ এর কেস ১ পড়তে বলুন এবং কেসের নিচে দেওয়া 'বাদল মান্ডির ব্যবসায়ের বিশেষত্ব' এই অংশটি পূরণ করতে বলুন।

৬. যেকোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন, অন্য দলগুলোর কোনো মতামত আছে কিনা, তা শুনে নিন । প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে সমন্বয় করুন ।

৭. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪ র্থ ক্লাস

- ব্যবসায়ের আইডিয়া তৈরির গল্প

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ: কেসস্টাডি (২০ মি) → দলগত কাজ : কেস স্টাডির প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন (৩০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. শিক্ষার্থীদের স্থানীয় বাজারের সাথে পরিচিতির গল্প বা অভিজ্ঞতা শুনুন।

৩. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন এবং প্রত্যেক দলকে পৃষ্ঠা ৬৯-৭২ পর্যন্ত কেস ২-৪ ভালোভাবে পড়তে দিন এবং কেসের নিচে সন্নিবেশিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দলগত আলোচনার মাধ্যমে লিখতে বলুন।

৪. এবার প্রতিটি দলকে তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর উপস্থাপন করতে দিন। একদলের উপস্থাপন হলে অন্যান্য দলকে প্রশ্ন করতে বলুন। এভাবে সব দলের উত্তরগুলো শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করতে দিন।

৫. প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক ও পরামর্শ দিন।

৬. আগামী ক্লাসে নিজের জন্য একটি ব্যবসায়ের আইডিয়া ভেবে আসতে বলুন।

৭. এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

- ব্যবসায়ের আইডিয়া চূড়ান্তকরণ
- আইডিয়া বিনিময় সেমিনারের প্রস্তুতি
- স্বমূল্যায়ন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ: ব্যবসায়ের আইডিয়া চূড়ান্তকরণ (২০ মি) → দলগত কাজ: আইডিয়া বিনিময় সেমিনারের প্রস্তুতি (২০ মি) → স্বমূল্যায়ন (৫মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. নিজেদের জন্য ব্যবসায়ের কোনো আইডিয়া বা মডেল নিয়ে দলগুলো কিছু ভেবেছে কিনা জিজ্ঞেস

করুন। প্রতিটি দলের হালনাগাদ তথ্য জেনে নিন।

৩. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের নতুনভাবে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন এবং দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিজ দলের জন্য একটি ব্যবসায়ের আইডিয়া চূড়ান্ত করতে বলুন। আলোচনার জন্য পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৭৪ এর ছক '৪.২: ব্যবসায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য প্রশ্নাবলী' এর প্রতিটি ঘরের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে যেন তারা কাজ করে, তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে বলুন।

৪. আলোচনার মাধ্যমে দলগতভাবে ৪ টি করে আইডিয়ার তালিকা নির্ধারণ করে পৃষ্ঠা ৭৫ এর ছক '৪.৩: ব্যবসায় নির্বাচন' পূরণ করতে বলুন।

৫. সেমিনারের প্রস্তুতি: এবার তালিকা থেকে যেকোনো একটি নিজেদের পরিচালনার জন্য নির্বাচন করতে বলুন। নির্বাচিত ব্যবসায়ের আইডিয়া সবার সাথে শেয়ার করার জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করতে বলুন। সেমিনারে আইডিয়া উপস্থাপনের জন্য ব্যবসায়ের পরিচিতিমূলক প্রয়োজনীয় পোস্টার, নোট, সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি বিষয়গুলো দলগতভাবে প্রস্তুত করুন এবং পরবর্তী ক্লাসে এগুলো একটি ড্যামি সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে, তা জানিয়ে দিন।

৬. স্বমূল্যায়ন: এরপর স্বমূল্যায়নের কাজগুলো সবাইকে এককভাবে বাড়িতে করতে দিন। পরবর্তী ক্লাসে স্বমূল্যায়নের নির্ধারিত ঘরে অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষরসহ পাঠ্যবইটি জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

৫

আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়

শিখন যোগ্যতা

আর্থিক অর্ন্তভুক্তির সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

এই অভিজ্ঞতায় যেসব কার্যক্রম থাকবে

» আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া

» বিনিয়োগ ও ঋণসেবার সাথে পরিচিত হওয়া

» বিভিন্ন ধরনের বীমার সাথে পরিচয়

» মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও অনলাইন সেবার সাথে পরিচিত হওয়া

» বিভিন্ন আর্থিক সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি ও প্রয়োজনীয় তথ্যের সাথে পরিচিত হওয়া

» কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন আর্থিক সেবার পরামর্শ প্রদান

» পরিবারের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক সেবা নির্বাচন করা

উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে

✓ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

✓ আমানত সেবা, বিনিয়োগ সেবা, ঋণ সেবা ও বীমা সেবা

✓ স্থানীয় বাজার পর্যালোচনা

✓ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও অনলাইন সেবার ব্যবসায়ের আইডিয়া

✓ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি

✓ পরিবারের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক সেবা নির্বাচন

এই অভিজ্ঞতার জন্য সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা - ৫ টি

১ম ক্লাস

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাথে পরিচয়

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. জীবন ও জীবিকা ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানান।

২. পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৮০ খুলতে বলুন। নতুন একটি অভিজ্ঞতার ক্লাস শুরুর উদ্দেশ্যে 'হাত বাড়ালেই পেতে পারো ... ... অন্য গতি নাই' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান অথবা শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে বলুন।

৩. আমাদের বিভিন্ন কাজে প্রতিনিয়ত আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকে সেগুলো কীভাবে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, এসব বিষয় আমাদের জানা খুব প্রয়োজন- এভাবে নতুন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আসার পথ তৈরি করুন। এভাবে আজকের নতুন অভিজ্ঞতার শিরোনাম 'আর্থিক সেবা ও সুযোগের সাথে পরিচয়' বোর্ডের উপরের অংশে লিখে দিন।

৪. ভূমিকাভিনয়: এরপর শিক্ষার্থীদেকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৮১ এর 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে জেনে নিই' এই নাটিকাটি পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীর এই নাটিকার ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে হবে। সেক্ষাত্রে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে ইচ্ছুক তা জিজ্ঞেস করুন। উৎসাহীদের মধ্য থেকে চরিত্রগুলো করার জন্য শিক্ষার্থী বেছে নিন। এবার তাদেরকে (নাটিকার জন্য নির্বাচিতদের) একসাথে বসে প্রস্তুতি নিতে বলুন। ক্লাসের বাকীরা সবাই দর্শকের ভূমিকায় থাকবে, তবে তারাও অভিনয় দলকে পরামর্শ দিতে পারে বা প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারে।

৫. এবার তাদের ভূমিকাভিনয় শুরু করতে বলুন এবং সবাই মিলে নাটকটি উপভোগ করতে বলুন। অভিনয় শেষ হলে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে উৎসাহ দিন ও প্রশংসা করুন।

৬. প্রশ্নোত্তর: এবার উদাহরণ দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কী বুঝায়, তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক ধারণা দিন।

৭. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এরপর পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৮২ এর একক কাজটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন এবং পরবর্তী ক্লাসে বাড়ি থেকে সম্পন্ন করে আনতে বলুন।

৮. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

-আমানত সেবা, বিনিয়োগ সেবা ও ঋণ সেবার সাথে পরিচয়

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার, বিভিন্ন সেবার ছবি ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অর্পিত কাজ আদায় (৫ মি) → ভূমিকাভিনয়: (প্রস্তুতি) ব্যাংক প্রতিনিধি (আমানত সেবা, বিনিয়োগ সেবা ও ঋণ সেবা) (২০ মি) → ভূমিকাভিনয়: (প্রচারণা) ব্যাংক প্রতিনিধি (আমানত সেবা, বিনিয়োগ সেবা ও ঋণ সেবা) (৩৫ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. গতক্লাসে যে কাজটি দেওয়া হয়েছে, তা সম্পর্কে জেনে নিন। ২/১ জনের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

৩. দলগত কাজ: এবার ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে ৩টি দলে ভাগ করুন। তিন দলের তিনটি নাম দিন- আমানত সেবা ইউনিট, বিনিয়োগ সেবা ইউনিট ও ঋণ সেবা ইউনিট। এবার প্রতিটি ইউনিটের সদস্যদের একসাথে বসতে বলুন। বলুন যে, আজকের ক্লাসে সবাই এখানে ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং একেকটি ইউনিটে কর্মরত হিসেবে যেন নিজেকে ভেবে নেয়। এবার যার যার ইউনিটের গ্রাহক বা ক্লায়েন্ট বাড়ানোর জন্য নিজ ইউনিটের সেবা সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে। সেজন্য প্রতিটি দলকে তাদের ইউনিটের সেবাগুলো পাঠ্যবই থেকে ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রতিনিটের সদস্যদের একেকজনকে একেকটি সেবা সম্পর্কে সামনে এসে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেক দলকে ২০ মিনিট সময় দিন।

৪. ভূমিকাভিনয়: সবার প্রস্তুতি শেষ হলে এবার আমানত সেবা ইউনিট থেকে একজনকে এসে তাদের কী কী সেবা রয়েছে, সেগুলোর নামের সাথে সবাইকে পরিচয় করাতে বলুন। অন্য একজনকে এসে যেকোনো একটি আমানত সেবা নিয়ে বলতে বলুন; এভাবে একেকজনকে তাদের ইউনিটের একেকটি সেবার উপর প্রচারণামূলক বক্তব্য দিতে বলুন। এভাবে একেকটি ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীদের ডেকে নিন এবং সামনে এসে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির ভূমিকাভিনয় করতে বলুন।

৫. প্রতি সদস্যের ভূমিকাভিনয়ের পর অন্যদেরকে উক্ত সেবা সম্পর্কে উপস্থাপককে প্রশ্ন করতে বলুন। উপস্থাপন দেখে অন্যান্যদের মতামত নিন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন।

৬. এভাবে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উল্লিখিত তিন ধরনের সেবা সম্পর্কে সবাইকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করুন এবং পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৮৮ এর দলগত কাজটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। ক্লাসের পর শিক্ষার্থীরা যেন এই ছকটি পূরণ করে পরবর্তী ক্লাসে জমা দেয়, তা ঘোষণা দিন।

৭. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

- আমানত সেবা, বিনিয়োগ সেবা ও ঋণ সেবার সাথে পরিচয়

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ/ছবি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ: বীমা সেবা ও মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং সেবা (৪০ মি) → একক কাজ: আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (১০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. দলগত কাজ: গতক্লাসে যে কাজটি দেওয়া হয়েছে, তা সম্পর্কে জেনে নিন। যেকোনো একটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যান্যদের মতামত নিন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক ও পরামর্শ দিন।

৩. এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বীমা এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও অনলাইন সেবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিন।

৪. এগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোনো কিছু জানার আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। তাদের পক্ষ থেকে আসা কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে সেটি নোট করে নিন এবং পরবর্তীতে ব্যাংক প্রতিনিধির মাধ্যমে জেনে নিয়ে তাদেরকে উত্তর সরবরাহ করুন।

৫. একক কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৯৩ এর একক কাজটি (ছক:৫.৩) করতে দিন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কাজটি করবে। তবে পরবর্তীতে যেন নিজেদের অভিভাবক বা প্রতিবেশির সহায়তায় এই সংক্রান্ত তথ্য ভালোভাবে জেনে নিয়ে জীবন ও জীবিকা খাতায় ছকটি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে বলুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪ র্থ ক্লাস

- আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রমের সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার পেপার

১. অভিজ্ঞতা বিনিময় : সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন স্থানীয় আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে নিন। তাদের বলা নামের বাইরে আপনার জানা কোনো প্রতিষ্ঠান থাকলে সেগুলো তাদের তালিকার সাথে যুক্ত করে দিন।

২. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের ৪ টি দলে ভাগ করে দিন এবং দলগুলোকে আগের দিনের মতো ব্যাংকের প্রচার প্রতিনিধির ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তা বলে দিন এবং একেকটি দলকে একেকটি ছক (৫.৪, ৫.৫, ৫.৬ এবং ৫.৭ এর মধ্য থেকে) বণ্টণ করে দিন। এখানে উল্লিখিত প্রশ্ন ও

উত্তর ভালোভাবে প্রতিটি দলকে পড়ে ও বুঝে নিতে বলুন। এরপর এককটি দল থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি আসবে , একজন প্রশ্নকর্তা বা গ্রাহক এবং একজন ব্যাংক প্রতিনিধি উক্ত ছক সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর পর্বের ভূমিকাভিনয় করবে। এভাবে অন্যান্য দলগুলোও পর্যায়ক্রমে ভূমিকাভিনয় করবে। একদলের ভূমিকাভিনয় চলাকালে অন্যান্য দলগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবে ও শুনবে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করবে।

৩. ভূমিকাভিনয়: এভাবে প্রতিটি দলের ভূমিকাভিনয় দেখুন, প্রশংসার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে উৎসাহিত করুন এবং প্রয়োজন হলে কিছু যুক্ত করুন, প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক ও পরামর্শ দিন।

৪. এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন আর্থিক সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পোস্টার

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. এই অভিজ্ঞতায় গত ক্লাসগুলোতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের তা মাইন্ড ম্যাপ আকারে বোর্ডে উপস্থাপন করতে বলুন। তাদের মধ্য থেকেই একজনকে মাইন্ড ম্যাপিং পর্ব পরিচালনা করতে দিন। পাশে থেকে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।

৩. কেসস্টাডি: এবার শিক্ষার্থীদের নতুনভাবে ৫টি দলে ভাগ করে দিন। পাঠ্যবইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠার- পাঁচটি দৃশ্যপট ৫টি দলের মধ্যে একটি করে বণ্টন করে দিন। দৃশ্যপটগুলো ভালোভাবে পড়ে এবং দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিজ দলের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে বলুন। প্রতিটি দলে ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৪. দলগত কাজ: এরপর পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলকে তাদের দৃশ্যপট এবং পরামর্শ সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যান্য দলের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ করতে বলুন।

৫. দলের উপস্থাপনায় প্রয়োজন অনুযায়ী ফিডব্যাক প্রদান করুন।

৬. স্বমূল্যায়ন: এরপর পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১০০ এর একক কাজটি বাড়িতে পরিবারের সাথে আলোচনা করে সম্পন্ন করার জন্য বুঝিয়ে বলুন। একইসাথে স্বমূল্যায়নের কাজগুলো সবাইকে বাড়িতে করে নির্ধারিত ঘরে অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষরসহ পাঠ্যবইটি জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন।

৭. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

৬

কী আছে আমার মাঝে

শিখন যোগ্যতা

ব্যক্তিগত আগ্রহ, সামর্থ্য, মূল্যবোধ ও পরিবর্তনশীল পেশাগত চাহিদা বিবেচনা করে পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতায় যেসব কার্যক্রম থাকবে

- » ব্যক্তিগত সামর্থ্য খুঁজে বের করা
- » পেশাগত লক্ষ্য নির্ণয়
- » সামর্থ্য উন্নয়নের অনুশীলন করা
- » স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
- » সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল তৈরি করা
- » জুড়িবোর্ডের মুখোমুখি (মক ভাইভা) হওয়া

উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে

- ✓ আগ্রহ, সামর্থ্য ও মূল্যবোধ (জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে এগুলোর ভূমিকা/ প্রভাব)
- ✓ মনোবৈজ্ঞানিক টেস্ট (প্রবণতা/ঝোঁক নির্ণয় সংক্রান্ত)
- ✓ আগ্রহ, সামর্থ্য সম্পর্কিত কেস/গল্প
- ✓ পেশাগত লক্ষ্য নির্ণয়
- ✓ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ✓ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কেস/গল্প
- ✓ সংক্ষিপ্ত প্রোফাইলের নমুনা

এই অভিজ্ঞতার জন্য সম্ভাব্য ক্লাস সংখ্যা - ৬ টি

১ম ক্লাস

-আমার আগ্রহ, সামর্থ্য ও মূল্যবোধ

-অন্যের চোখে আমায় দেখি

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

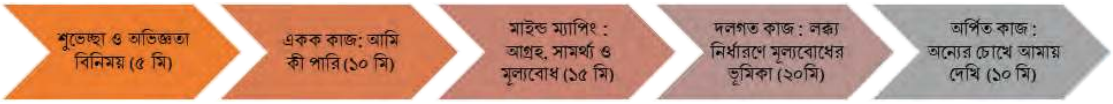

১. জীবন ও জীবিকা ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানান। সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: ছোটবেলায় আপনি কোন ধরনের কাজ করতে ভালোবাসতেন, কোন বিষয়টি পড়তে পছন্দ করতেন তা গল্পচ্ছলে বলতে শুরু করুন । গল্পের সাথে শিক্ষার্থীদেরও যুক্ত করুন। তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে পছন্দের বিষয় বা কাজ সম্পর্কে শুনুন।

৩. এভাবে গল্প করতে করতে নতুন অভিজ্ঞতার শিরোনাম ‘কী আছে আমার মাঝে’ বোর্ডের উপরের অংশে লিখে দিন।

৪. একক কাজ: এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১০৪ খুলতে বলুন এবং ঘর ৬.১ -এ প্রত্যেকের পছন্দের যেকোনো ৫টি কাজ এবং অপছন্দের ৫ টি কাজ লিখতে বলুন ।

৫. শিক্ষার্থীরা লেখার সময় ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখুন, নিজের ভাবনা থেকে লিখছে কিনা তা লক্ষ্য করুন। ৩/৪ জনের উত্তর পড়ে শোনাতে বলুন।

৬. মাইন্ডম্যাপিং: এবার আগ্রহ, সামর্থ্য ও মূল্যবোধ – এই তিনটি বিষয় নিয়ে এক এক করে আলোচনা করুন। আলোচনার সুবিধার্থে বোর্ডে মাইন্ডম্যাপিং করুন। সহায়ক তথ্যে দেওয়া গল্পটি শেয়ার করুন অথবা এই সম্পর্কিত কোনো ভিডিও ক্লিপ/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন থাকলে সেটিও প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৭. দলগত কাজ: আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা ১০৬ এর দলগত কাজটি (পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণে কী কী মূল্যবোধ বিবেচনায় রাখতে হবে, তা নিয়ে একটি পোস্টার বানাও) করতে দিন।

৮. পোস্টার বানানো শেষে সেটি দেওয়ালে/ নির্দিষ্ট স্থানে টানিয়ে দিন। প্রত্যেক দলকে অন্যদলের পোস্টার ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন ।

৯. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এবার ‘অন্যের চোখে আমায় দেখি’ -এই কাজটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন এবং পরের ক্লাসে কাজটি করে জমা দিতে বলুন। তবে ছকটি পূরণের সময় যার কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হবে তাকে শুরুতে দেখানো যাবে না; শিক্ষার্থী নিজ হাতে ছকে উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার পর তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিতে হবে -এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য

(আগ্রহ কীভাবে মানুষকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়- তা বোঝানোর জন্য শিক্ষক নিচের গল্পের সারাংশ শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করতে পারেন)

আগ্রহ এবং সফলতার গল্প (Design Integrity BD) এর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের লেখা পোস্ট থেকে নেওয়া)

আজ থেকে ২৩ বছর আগের রমযানের কাহিনী, বুয়েটের রশীদ 'হল লাইফ' এর প্রথম সেহরি করছি, এক বন্ধুকে দেখলাম পাশের টেবিলে সেহরি করতে, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সে ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়াচ্ছে, 'রোযা রেখে কেমনে কি মাথায় আসে নাই"! সেগুলো ছোটোবেলার মজার গল্প আর কি, সময়ের পরতে এখন আমরা সবাই অনেক পরিণত।

যাই হোক অগোছালো, একলা চলো নীতিতে বিশ্বাসী সেই বন্ধুর পড়াশোনার (বুয়েট লাইফের) প্রতি আগ্রহ শূন্যের কোঠায় ছিলো বলা চলে, মনে হয়েছে, বুয়েটে সে আসছে ঘুরাফেরা করতে আর কি, আমরা যখন ক্লাস টেস্ট, কুইজ, আর টার্ম ফাইনালের প্রেশারে পিষ্ট, তাকে দেখি বুয়েট মাঠে ফুটবল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে আর কাগজের প্লেন নিয়ে আকাশে উড়াতে। ফুটবলপ্রাণ এই বন্ধুর কল্যাণে আমাদের হলটিম ভালোই খেলেছে আন্তঃহল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেই সময়ে। নেভাল আর্কিটেকচারে পড়তে এসে পানির জাহাজের প্রতি তার আকর্ষণের চেয়ে উড়োজাহাজের প্রতি দূর্নিবার ভালোবাসা। আমরা যখন পাশ করে চাকরি করি আর সংসার করে নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছি প্রতিনিয়ত, সময়ের চাপে যখন নিষ্পেষিত, এই পাগলাটে বন্ধুটির খোজ আর রাখা হয়নি। তবে লোকমুখে শুনি সে পাশ করেছে বুয়েট থেকে; তবে তার উড়োজাহাজ নিয়ে পাগলামি থামে নাই, এখনো সে কি জানি প্লেন নিজে নিজে বানায়, আকাশে উড়ায় আর আশে পাশের সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায়। দেশে বিমান নিয়ে একটা এরোস্পেস কোম্পানিও নাকি চালায়।

মূল গল্পে আসি - "নাসা", বোধ করি একে পরিচয় করে দেবার কিছু নাই তথাপি বলি আর কি; বিশ্বখ্যাত আমেরিকান মহাবিশ্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে জিরো এমিশনের কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট বানাতে চায়, এই জন্যে কার্বনলেস ইলেক্ট্রিক এভিয়েশন প্রজেক্টে ৮ মিলিয়ন ডলারের বাজেট অনুমোদন দেয়, টেনাসী টেক ইউনিভার্সিটির ইঞ্জনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের দক্ষ প্রকৌশলীদের উপর বর্তায় সে দায়িত্ব।

প্রকৌশলী গ্রুপের একজন কোরিয়ান প্রফেসর, বাংলাদেশ থেকে বেছে নেন আইএলটিএস এবং মাষ্টার্সবিহীন এক বোহেমিয়ান এয়ারক্রাফট ক্রেজি স্টুডেন্টকে তাদের পিএইচডি গবেষক হিসেবে।

সে আর কেউ নয়, আমার সেই বুয়েটের বন্ধুকে, নিভৃতচারী, বিনয়ী আর সদালাপী এই পাগলাটে বন্ধুকে আগামী স্প্রিং সেমিষ্টারে পিএইচডি অফার করা হয়েছে নাসার এই প্রজেক্টে। এইরকম একটা বিশাল খবর অনেকটা ধামাচাপা করে রেখেছে এই পাগল ছেলে! প্যাশন, ক্রেজিনেস, একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর লেগে থাকার যদি কোনো পুরষ্কার থেকে থাকে এই দুনিয়ায়; আমার এই জীবনে এর চেয়ে বড় কোনো উদাহরণ চোখের সামনে আমি দেখি নাই।

২য় ক্লাস

- ব্যক্তিগত সামর্থ্য খুঁজে বের করা

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে 'অন্যের চোখে আমায় দেখি' নামে যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল তা সবাই করে এনেছে কিনা জেনে নিন এবং আজকের ক্লাস শেষে কাজটি মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যবইটি সবাইকে জমা দিয়ে যেতে হবে তা বলে দিন।

৩. আলোচনা: এবার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে এবং কর্মক্ষেত্রে সামর্থ্য ও আগ্রহের পারস্পারিক সম্পর্ক ও প্রভাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন । আলোচনার প্রয়োজনে নিজের অভিজ্ঞতা ও পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিন।

৪. মনোবৈজ্ঞানিক টেস্ট: এবার নিজেদের আগ্রহ বা প্রবণতা বা ঝোঁক নির্ণয়ের জন্য আমরা একটা মজার টেস্টে অংশ নিব- এই ঘোষণাটি দিন । সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১০৮ খুলতে বলুন এবং 'আমার পরিচয়' এর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি সমাপ্ত করতে বলুন।

৫. শিক্ষার্থীরা কাজটি করার সময় ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখুন, নিজের ভাবনা থেকে লিখছে কিনা, তা লক্ষ করুন। টেস্টের ফলাফল সবাইকে নিজের সাথে মিলিয়ে দেখতে বলুন।

৬. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

- পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে যে কাজটি করানো হয়েছিল, তা নিয়ে নিজের অনুভুতি ব্যক্ত করার জন্য যেকোনো ২ জনকে ডেকে নিন এবং সবার সঙ্গে শেয়ার করতে বলুন।

৩. একক কাজ: এবার গত কয়েকদিনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের যেসব আগ্রহ, সামর্থ্য ও মূল্যবোধ খুঁজে পেয়েছে তা ছক ৬.৪ এর (পৃষ্ঠা-১১৪) ঘরগুলোতে লিখতে বলুন। ছকটি পূরণের সহায়তার জন্য ইতোপূর্বে তারা যে কাজগুলো করেছে যেমন- অন্যের চোখে আমায় দেখি, আমার পরিচয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নিতে বলুন ।

৪. অভিজ্ঞতা বিনিময়: এবার আপনার নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করুন। অর্থাৎ আপনার কী ধরনের আগ্রহ ছিল, কী কী সামর্থ্য আছে এবং পেশাগত জীবনে আপনি কী ধরনের মূল্যবোধের চর্চা করেন তা শিক্ষার্থীদের সাথে গল্পের আকারে বলুন। অথবা কোনো ব্যক্তির জীবনের এই ধরনের কোনো ভিডিও ক্লিপ থাকলে সেটি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৫. অভিজ্ঞতা বিনিময় পর শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা ১১১ এর 'আমি সম্ভাবনাময় একজন' কাজটি বুঝিয়ে দিন। অথাৎ তালিকা পর্যালোচনা করে তারা নিজেকে সম্ভাব্য কোন পেশার জন্য যোগ্য মনে করছে, কেন মনে করছে, কীভাবে তারা সফল হতে চায় তা বিবেচনায় রেখে কাজটি করতে বলুন । (প্রতিবন্ধিতা আছে, এমন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আপনি সহায়তা দিন বা অন্য কোনো সহপাঠীকে সহায়তা করতে বলুন।

৬. উপস্থাপন: এবার 'নিজেকে প্রকাশ করি' এই শিরোনামে কাজটি উপস্থাপন করানোর ঘোষণা দিন। দুই/তিনজনকে সামনে এসে তাদের লেখার ভিত্তিতে নিজেকে আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে হাততালি দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করুন। সকল শিক্ষার্থীকে বাড়িতে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দেওয়ার অনুশীলন করার পরামর্শ দিন এবং অনুভূতি/ অগ্রগতি তাদের জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখে রাখতে বলুন।

৭. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এরপর সোয়াট (SWOT) বিশ্লেষণের কাজটি বুঝিয়ে দিন এবং আগামী ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪ র্থ ক্লাস

- লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: গতক্লাসে ‘ আয়নায় নিজেকে আবিষ্কার করি’ নামে যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল তা সবাই বাড়িতে গিয়ে অনুশীলন করেছে কিনা জেনে নিন এবং এই কাজটি করতে গিয়ে কয়েকজনের অভিজ্ঞতার গল্প শুনুন।

৩. একক কাজ: এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১১৩ খুলে ‘স্বপ্ন ছোঁয়ার গল্প’ পড়তে বলুন।

৪. দলগত কাজ: সবার পড়া শেষ হলে গল্পটি নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের মূল চরিত্র আয়েশার পরিকল্পনার বিষয়গুলো বের করে আনুন এবং ধাপগুলো কী কী ছিল তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে একটি ফ্লোচার্ট আঁকতে বলুন।

৫. শিক্ষার্থীরা কাজটি করার সময় ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখুন, দলগত আলোচনায় সবাই অংশগ্রহণ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখুন এবং প্রয়োজনে কর্মপরিকলনার ধাপের ফ্লোচার্ট আঁকতে সহায়তা করুন। আঁকা শেষ হলে যেকোনো একটি দলকে বোর্ডে এসে তাদের ফ্লোচার্টটি ঝুলিয়ে বা এঁকে ব্যাখ্যা করতে বলুন।

৬. আলোচনা: এবার আপনার অভিজ্ঞতা এবং পাঠ্যবইয়ের সহায়তায় কর্মপরিকল্পনা বলতে কী বুঝায় এবং এর ধাপগুলো কী কী হতে পারে তা আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৭. একক কাজ: এরপর শিক্ষার্থীদেরকে তার নিজের জন্য একটি স্বপ্নের পেশা নির্ধারণ করতে বলুন এবং উক্ত পেশাগত লক্ষ্যে পৌঁছানো ও সফলভাবে কাজ করার জন্য কর্মপরিকল্পনার ধাপ অনুসরণ করে নিজের জন্য একটি বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) তৈরি করতে বলুন।

৮. শিক্ষার্থীরা কাজটি করার সময় তাদের সহায়তা করুন। পিছিয়ে পড়া/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ যত্নসহকারে কাজটি করিয়ে নিতে সহায়তা করুন।

৯. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: শ্রেণিকক্ষে কাজটি সমাপ্ত না হলে বাড়িতে গিয়ে পুরো পরিকল্পনা সম্পন্ন করে পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপন করে জমা দিতে হবে এ বিষয়টি জানিয়ে দিন।

১০. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

- সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল তৈরি

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ভিডিও ক্লিপ

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে 'কর্মপরিকল্পনা' তৈরির যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল তা সবাই বাড়িতে করেছে কিনা জেনে নিন এবং কয়েকজনের কাছ থেকে কাজটি করার অভিজ্ঞতা শুনুন।

৩. একক কাজ: এবার যারা কাজটি করেছে তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে কয়েকজনকে নির্বাচন করুন। নির্বাচিতদেরকে এক এক করে সামনে এসে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা বোর্ডে ফ্লোচার্ট আকারে এঁকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনার ওপর অন্যদেরকে প্রশ্ন করতে বলুন।

৪. এবার উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৫. দলগত কাজ: এরপর শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন। পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১১৮ এর 'দলগত কাজ : আমাকেই বেছে নাও' এ উল্লেখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে প্রত্যেক দলে আলোচনা করে উত্তর তৈরি করে উপস্থাপন করতে বলুন।

   ক) প্রোফাইল কী?

   খ) প্রোফাইলে পেশাগত তথ্য উপস্থাপনের সময় কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন?

   গ) প্রোফাইল তৈরি করা প্রয়োজন কেন?

৬. কাজটি করার সময় ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখুন, দলগত আলোচনায় সবাই অংশগ্রহণ করছে কিনা তা লক্ষ রাখুন । দলগত কাজ উপস্থাপনের পর প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৭. আলোচনা: এবার আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এবং পাঠ্যবইয়ের সহায়তায় প্রোফাইল বলতে কী বুঝায়, এর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রোফাইলে কী কী থাকতে পারে তা আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৮. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: শিক্ষার্থীদেরকে তার নিজের স্বপ্নের পেশাকে বিবেচনায় রেখে উক্ত পেশার জন্য একটি প্রোফাইল তৈরি করে পরবর্তী ক্লাসে জমা দিতে বলুন। (ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীরা কাজটি করার সময় কোনও সমস্যায় পড়লে তাদের সহায়তা করুন।)

৯. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

- সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল উপস্থাপন

সম্ভাব্য উপকরণ : পাঠ্যবই, চক/মার্কার, ডাস্টার

শুভেচ্ছা ও রিক্যাপ (৫ মি)	ভূমিকাভিনয়: জুরিবোর্ডের মুখোমুখি (৫০ মি)	অর্পিত কাজ : স্বমূল্যায়ন (৫ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. রিক্যাপ: গতক্লাসে প্রোফাইল তৈরির যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল তা সবাই বাড়িতে করেছে কিনা জেনে নিন এবং কয়েকজনের কাছ থেকে কাজটি করার অভিজ্ঞতা শুনুন।

৩. ভূমিকাভিনয়: এবার 'জুরিবোর্ডের মুখোমুখি' এই ভূমিকাভিনয়ের জন্য লটারির মাধ্যমে ক্লাসের সবাইকে 'জুরিদল' ও 'চাকুরিপ্রার্থী দল' এই দুইভাগে ভাগ করে দিন। এরপর জুরিদল থেকে ৪/৫ জন করে একেকটি জুরিবোর্ড গঠন করুন। চাকরিপ্রার্থী দলকেও একইভাবে দলে ভাগ করে একেকটি বোর্ডের জন্য নির্বাচন করে দিন।

৪. এরপর প্রথমে একটি জুরিবোর্ডকে সামনে গিয়ে বসতে বলুন এবং জুরিগণ প্রার্থীর প্রোফাইল যাচাই করে উক্ত পেশা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন এবং এ পেশায় সে কেন নিজেকে যোগ্য/ উপযুক্ত মনে করছে' কিংবা 'কেন উক্ত পেশার জন্য প্রতিষ্ঠান তাকে বেছে নিবে' এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে তা বুঝিয়ে বলুন।

৫. এবার উক্ত বোর্ডের জন্য নির্বাচিত দল থেকে যেকোনো একজনকে তার প্রোফাইল নিয়ে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বলুন। এভাবে প্রত্যেক জুরিবোর্ড প্রত্যেক দল থেকে একজনের ইন্টারভিউ নিতে হবে তা বুঝিয়ে বলুন।

৬. এক বোর্ডের অভিনয় চলাকালে অন্যরা সবাই তা মনোযোগ সহকারে দেখতে বলুন এবং অভিনয় শেষ হলে হাততালি দিয়ে চাকরি প্রার্থী ও বোর্ডকে অভিনন্দন জানাতে বলুন।

৭. এভাবে সব বোর্ডের অভিনয় শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রত্যেকের প্রোফাইল জমা নিন।

৮. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এরপর সবাইকে বাড়িতে স্বমূল্যায়নের কাজগুলো সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

স্কিল কোর্সের পরিচয়

আগামী দিনগুলোতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথচলা সহজ ও মসৃণ করার লক্ষ্যে তাদের জন্য কিছু স্কিল কোর্সের নকশা করা হয়েছে। এগুলো আমাদের অর্থনৈতিক প্রধান তিনটি খাতের দুটিকে লক্ষ্য করে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি হলো সেবাখাত, অন্যটি হলো কৃষিখাত। অষ্টম শ্রেণির জন্য এই দুই খাত থেকে তিনটি কোর্স রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় চাহিদা ও বিদ্যালয়ের সামর্থ্য বিবেচনা করে আরও কোর্স পরিকল্পনা/ডিজাইন করা হবে।

সেবাখাতের কোর্সগুলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য। এই বয়সের সকল শিক্ষার্থী যেন নিজের ও পরিবারের যত্ন নিতে পারে- এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কোর্সগুলো পরিকল্পনা করা হয়েছে। এগুলো আগামী পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একান্ত জরুরি। আশা করা হচ্ছে, চলমান শিল্পবিপ্লবের ধাক্কায় সারাদেশে প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে । পরিবারে মা-বাবা দুজনেই কর্মজীবী হওয়ার ফলে সন্তানকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাও খুব জরুরি হয়ে পড়বে। তাই বলা যায়, জীবনধারনের জন্য আবশ্যক এই কোর্সগুলোর সফল বাস্তবায়ন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সহায়তা করবে। এছাড়া, কেউ ইচ্ছে করলে উক্ত কোর্সগুলোর উপর আরও বিস্তারিত প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, আমরা জানি, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কারণে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা এই কোর্সের যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে সক্ষম হলে, তাদের জীবিকা অর্জনে এগুলো সহায়তা করবে। এর পাশাপাশি কেউ যদি এই কোর্সগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে পড়াশোনা করতে চায়, সেক্ষেত্রে এগুলো প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এ কারণে সেবাখাত থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'ইকো ট্যুর গাইডিং' এবং 'কেয়ার গিভিং' নামক দুটি বাধ্যতামুলক কোর্স থাকবে। এই দুটি কোর্সের কাজ ভবিষ্যতে পেশা হিসেবেও আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিখাত থেকে 'গ্রাফটিং ও গুটিকলম' নামে একটি স্বল্প পরিসরের কোর্স রাখা হয়েছে, যা এবছর সকল শিক্ষার্থীকেই শিখতে হবে। আমরা জানি, বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণ আজ ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে অতি নগরায়নের ফলে প্রাকৃতিক বনের অনুপাতও ব্যাপকভাবে কমে এসেছে। জনসংখ্যার অধিক্য আমাদের ফসলের ফলনে প্রভাব বিস্তার করছে । কম সময়ে ভালো ফলন বা ভালো জাতের ফলনের চাহিদা কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। এরই ফলাফল হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে গ্রাফটিং ও গুটিকলম। বিভিন্ন ফলদ বৃক্ষ ও সৌখিন ফুল গাছে গ্রাফটিং ও গুটিকলম বেশ ভালো কার্যকর। তাছাড়া, মানুষ এখন বৈচিত্র্যপ্রিয়, তাই শখেও বৈচিত্র্য এসেছে। গ্রাফটিং ও গুটিকলম করে গাছের ফলনে সহজেই বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। নার্সারিতেও এই দক্ষতার বেশ চাহিদা। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য 'গ্রাফটিং ও গুটিকলম' নামে এই স্কিল কোর্সটি সাজানো হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গাছপালার প্রতি মমত্বশীল হয়ে উঠবে। তবে কৃষিখাতের জন্য হয়তো পরবর্তী বছরে অন্য আরও কোর্স যুক্ত হতে পারে। অন্যান্য কোর্স যুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীরা এই খাত থেকে নিজেদের পছন্দের কোর্স বেছে নিতে পারবে।

এই কোর্সগুলোর জন্য প্রস্তুতি

১. জীবন জীবিকার এই কোর্সের জন্য আপনাদেরকে ভালোভাবে তিনটি কোর্স শিখে নিতে হবে।

২. মানুষ সৌন্দর্যপিপাসু। যুগ যুগ ধরেই মানুষ প্রকৃতির অপার রূপ অবলোকনের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সময়ের স্রোতে বিশ্বজুড়ে মানুষ এখন আরও প্রকৃতিপ্রেমিক হয়ে উঠছে। তাছাড়া যন্ত্রের

আধিক্য মানুষকে ক্লান্ত করে তুলছে। ফলে মানুষ এখন স্বস্তি ও সুখের আশায় প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু তা আবার তৈরি করছে ভিন্ন ধরনের পরিবেশগত বিপত্তি। নিরব প্রকৃতির সৌন্দর্য পরতে পরতে এঁকে দিচ্ছে আঘাতের চিহ্ন। আমাদের অপরিচ্ছন্নতা, ভোগবিলাসী আচরণ কেড়ে নিচ্ছে প্রকৃতির সহজাত রূপ। তাই পৃথিবী এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সোচ্চার হয়েছে; এরই ফলে সূত্রপাত হয়েছে- ইকোট্যুর ধারণার, যা বিকাশ লাভ করছে দ্রুত। তাই আগামীর শিশুদের নিরাপদ পৃথিবীর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে 'ইকো ট্যুর গাইডিং' নামের স্কিল কোর্স।

৩. এই কোর্সটি সম্পর্কে ইন্টারনেট থেকে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে, স্থানীয় পর্যটন কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি থেকে আমাদেরকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। তাছাড়া এখানে কোর্সটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে শিক্ষকগণ সহজেই এটি পড়ে নিজেরা ভালোভাবে শিখতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।

৪. কেয়ার গিভিং এর বিশেষ দক্ষতাগুলো যেমন- পালস রেট, প্রেসার মাপা, রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ, বাড়িতে শিশুদের প্রতি করণীয় এবং বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সাথে করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নিতে হবে। আমরা দেখেছি, কেয়ার গিভিং ১ নামে একটি কোর্স সপ্তম শ্রেণিতে রাখা হয়েছে, যেখানে দাঁত ব্রাশ করা, নখ কাটা, চুলের যত্ন করা, বিছানা গোছানো, রোগীকে বিছানা থেকে তুলতে সহায়তা করা ইত্যাদি কাজগুলো শেখানো হয়েছে। অষ্টম শ্রেণিতে সেই ধারাবাহিকতায় কেয়ার গিভিং ২ নামে এই কোর্সটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোর্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো শেখার জন্য স্থানীয় কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা নার্সের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। ইন্টারনেটেও এই ধরনের কাজের ভিডিও পাওয়া যায়, সেগুলোও দেখে নেওয়া যেতে পারে।

৫. কেয়ার গিভিং এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকেই থার্মোমিটার, রক্তচাপ ও রক্তের গ্লুকোজ মাপার যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফার্স্ট এইড বক্সেও এই যন্ত্রগুলো রাখা এখন সময়ের দাবী। তাই বিশেষ কৌশলগুলো শেখানোর জন্য ড্যামি রাখার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৬. কেয়ার গিভিং এর প্রতিটি ক্লাস খুবই যত্নের সাথে প্রত্যেককে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. রূটিনে ক্লাস বন্টনের সময় লক্ষ রাখতে হবে, যেন প্রথমদিন মূল কোর্সের ক্লাস এবং পরেরদিন স্কিল কোর্সের ক্লাস এভাবে পালাক্রমে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ বাড়িতে স্কিল কোর্সের কাজগুলো অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় পায়। তবে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারণ করা যাবে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রতিটি সামষ্টিক মূল্যায়নে অন্তত একটি স্কিল কোর্স যেন অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৮. স্কিল কোর্সের ক্লাস শুরুর আগে অবশ্যই অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করে এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। বাড়িতে এই কাজগুলো অনুশীলনের বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৯. নিরাপত্তা ইস্যুগুলো অভিভাবককে বিশেষভাবে অবহিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা বাড়িতে অনুশীলনের সময় যেন তা অবশ্যই পালন করে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করতে হবে। প্রথমদিকে বাড়িতে অনুশীলনের সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে হবে। নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠার পর তারা নিজেরাই কাজগুলো করতে পারবে।

স্কিল কোর্স- এক

ইকো ট্যুর গাইডিং

এই কোর্স শেষে

শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকা এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করবে; নিরাপত্তা বজায় রেখে নিজ নিজ এলাকায় ইকো ট্যুর গাইড হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে পর্যটন শিল্পে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

১ম ক্লাস

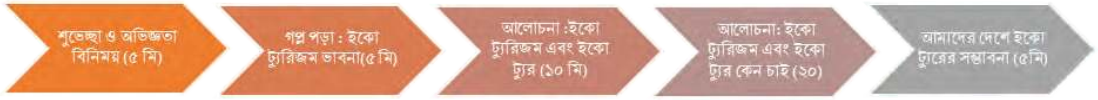

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের কেউ কখনো কোথায়ও বেড়াতে গিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের ২/১ জনের অভিজ্ঞতার গল্প শুনুন।

২. এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে রায়হানাদের গল্পটি পড়তে বলুন। ঘুরে ঘুরে তদারকি করুন যাতে সবাই গল্পটি পড়ে তা নিশ্চিত করুন। পড়তে পারে না এমন কেউ (প্রতিবন্ধী) থাকলে তাকে কারও সাথে জোড়া তৈরি করে দিন।

৩. গল্পের মূলকথা কী তা সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করুন। দুই- একজনের উত্তর শুনুন।

৪. এবার 'ইকো ট্যুরিজম এবং ইকো ট্যুর' সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ ধারণা দিন।

৫. এরপর শিক্ষার্থীদের ৪/৬টি দলে ভাগ করে দিন এবং পৃষ্ঠা ১২৫ এ উল্লিখিত 'নিজ এলাকার ইকো ট্যুর স্পট খুঁজি' কাজটি করতে দিন। সবদলের নিকট থেকে নামগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত পোস্টার তৈরি করতে বলুন।

৬. এবার শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ইকো ট্যুরিজম এবং ইকো ট্যুর কেন, তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন।

৭. এরপর আমাদের দেশে ইকো ট্যুরের সম্ভাবনা কেমন তা নিয়ে একটু আলোকপাত করুন এবং শিক্ষার্থীদের বাড়িতে এই বিষয়টি নিয়ে ভেবে কয়েকটি সম্ভাবনাময় স্পট নিয়ে একটি তালিকা পরের ক্লাসে লিখে আনতে/পোস্টার বানাতে বলুন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

ইকো ট্যুরের সুবিধা, ইকো ট্যুর গাইডিং কীভাবে শুরু করব, ইকো ট্যুর গাইডিং এর উদ্দেশ্য, কেমন হতে পারে ইকো ট্যুর প্রোগ্রাম

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। ইকো ট্যুরের সুবিধা আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলুন।

২. এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে ইকো ট্যুরের সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

৩. সকল শিক্ষার্থীকে ৪/৬ টি দলে বিভক্ত করুন। ইকো ট্যুর গাইডিং কীভাবে শুরু করব এবং ইকো ট্যুর গাইডিং এর উদ্দেশ্য এই দুটি বিষয় দলে আলোচনা করার জন্য বণ্টন করে দিন। আলোচনা শেষে উপস্থাপন করতে দিন।

৪. যেকোনো দুটি দলের উপস্থাপন দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৫. এবার শিক্ষার্থীদেরকে ইকো ট্যুরের ধরন বা কেমন হতে পারে ইকো ট্যুর প্রোগ্রাম তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. এরপর আগের দলে বসে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১২৯ অনুযায়ী নিজ এলাকার ইকো ট্যুর স্পট এর তালিকা তৈরি করতে বলুন। সবার তালিকা দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। নিজের এলাকার যেকোনো একটি স্পট নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

২. এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে ট্যুর প্লান তৈরি সংক্রান্ত বিবেচ্য দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. সকল শিক্ষার্থীকে ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করুন। দলগুলোকে একটি ট্যুর স্পট নিররাচন করতে বলুন এবং নির্বাচিত স্পটের জন্য একটি ট্যুর প্লান তৈরি করতে বলুন।

৪. যেকোনো একটি দলের প্লান দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৫. এবার কমপক্ষে একই দলে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটি ট্যুর শিডিউল তৈরি করতে বলুন। যেকোনো একটি দলের শিডিউল দেখুন এবং অন্যান্য দলের মতামত নিন , তাদের সবার পরামর্শ অনুযায়ী একটি শিডিউল চূড়ান্ত করুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

ট্যুর প্লান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস নিশ্চিত করা, ট্যুর প্লান অনুযায়ী খরচের পরিকল্পনা, ট্যুর কনফার্মেশন

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গত ক্লাসের কাজগুলো নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

২. এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে লজিস্টিকস নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. সকল শিক্ষার্থীকে ৪/৬ টি দলে বিভক্ত করুন। তাদেরকে নিজ নিজ দলের নির্বাচিত স্পটের জন্য প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকের প্লান তৈরি করতে বলুন। প্লান তৈরি শেষ হলে যেকোনো ২ টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের পর অন্যান্য দলের মতামত নিতে বলুন। সবার মতামতের ভিত্তিতে সব দলের লজিস্টিক প্লান চূড়ান্ত করুন।

৪. এরপর একই দলে শিক্ষার্থীদের ট্যুর প্লান অনুযায়ী যাবতীয় খরচের পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। একইভাবে ২/৩ টি দলের উপস্থাপন দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাকের ভিত্তিতে খরচের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করুন।

৫. এবার ট্যুর কনফার্মেশনের জন্য কী কী করা উচিত ,তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন। তাদের ধন্যবাদ দিন এবং ট্যুর কনফার্মেশনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে সবাইকে অবগত করুন।

৬. সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। সাম্প্রতিক সময়ে কোনো শিক্ষার্থী তাদের নিজ এলাকার বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে কিনা, তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের ঘুরে আসা এলাকা নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

২. টিভিতে কিংবা ইন্টারনেটে তারা কোনো এলাকা ভ্রমণের ভিডিও দেখেছে কিনা, তা জিজ্ঞেস করুন । কেউ দেখে থাকলে তার বর্ণনা সবাইকে শোনাতে বলুন।

৩. এবার আগের দলে শিক্ষার্থীদের ভাগ হয়ে বসতে বলুন। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচিত এলাকায় টূরিস্টদের স্বাগত জানানো এবং নির্ধারিত স্পটের বর্ণনা কীভাবে তুলে ধরবে তার জন্য একটি স্ক্রিপ্ট বানাতে বলুন। এরপর উক্ত স্ক্রিপ্ট অনুসারে প্রতিটি দল থেকে ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৪. প্রতিটি দলের ভূমিকাভিনয় দেখুন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক দিয়ে তাদের সমৃদ্ধ করুন।

৫. এবার তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় স্বজনের জন্য একটি ট্যুর পরিকল্পনা করতে বলুন এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে বলুন । বাস্তবায়নের পর ট্যুর পরিকল্পনার সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে বলুন এবং উন্নয়নের জন্য নিজেকেই নতুন করে প্লান সাজাতে বলুন,যাতে পরবর্তী সময়ে কনো ইকো ট্যুর প্রোগ্রামে ভুল ত্রুটি না হয়। ট্যুর সংক্রান্ত অনুভূতি জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখে রাখতে বলুন।

৬. বাড়িতে স্বমূল্যায়নের কাজগুলো সম্পন্ন করে অভিভাবকের মতামতসহ জমা দিতে বলুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

স্কিল কোর্স- দুই

কেয়ার গিভিং-২

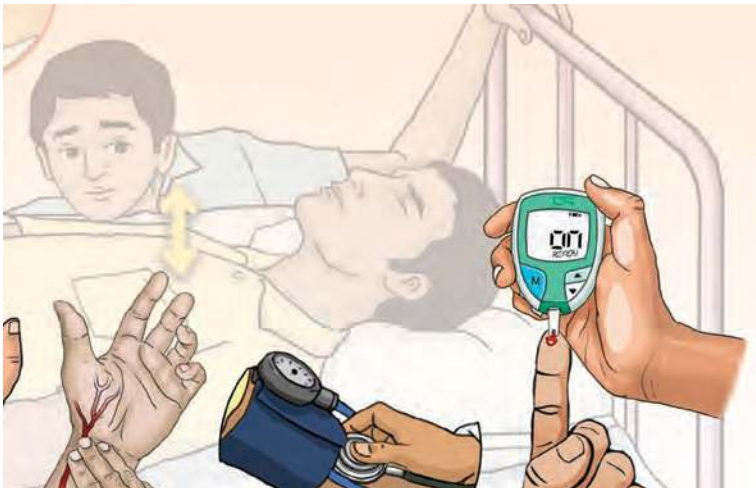

এই কোর্স শেষে

শিক্ষার্থীরা নিজ পরিবারের সদস্যদের যত্ন ও সেবা প্রদানে উৎসাহী হবে; নিরাপত্তা বজায় রেখে নিজ নিজ বিভিন্ন ধরনের সেবা (ওষুধ সেবন, পালস রেট, রেসপিরেটরি রেট, রক্ত চাপ এবং রক্তে গ্লুকোজ পরিমাপ) প্রদান করতে পারবে; পরিবারের বয়স্ক, শিশু বা প্রতিবন্ধী সদস্যদের সঙ্গে মানবিক ও সহযোগিতামূলক আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।

১ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → গল্প পড়া (৫ মি) → দলগত কাজ: মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (১০ মি) → একক কাজ: পারিবারিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (১০ মি) → সারাংশ ও সমাপ্তি (১০মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের কারও বাড়িতে বয়স্ক, অসুস্থ কিংবা শিশু আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদেরকে বাড়িতে কে দেখাশোনা বা যত্ন করেন তা জিজ্ঞেস করুন।

২. এবার সবাইকে আফিয়াদের গল্পটি পড়তে বলুন। ঘুরে ঘুরে তদারকি করুন যাতে সবাই গল্পটি পড়ে তা নিশ্চিত করুন। পড়তে পারে না এমন কেউ (প্রতিবন্ধী) থাকলে তাকে কারও সাথে জোড়া তৈরি করে দিন।

৩. গল্পের মূলকথা কী তা সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করুন। দুই- একজনের উত্তর শুনুন।

৪. এরপর শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দিন এবং আফিয়াদের পরিবারে কী কী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা আমদের সব পরিবারে মেনে চলা উচিত- এই প্রশ্নটির উত্তর দলগত আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে বলুন। এবার যেকোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের পর অন্যান্য দলগুলো একমত কিনা জিজ্ঞেস করুন কিংবা তাদের নতুন কোনো পয়েন্ট আছে কিনা, থাকলে তা বলতে বলুন। এভাবে সব দলের মতামতের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাংগ তালিকা তৈরি করুন (পোস্টার অথবা বোর্ডে)।

৫. এবার সকল শিক্ষার্থীকে তাদের পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১৩৯ এর একক কাজ 'আমাদের পরিবারের আমরা কী কী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলি' সম্পন্ন করতে বলুন। সবাই যেন এককভাবে কাজটি করে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

৬. এরপর পারিবারিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীদের সাথে কোনো ঘটনা বা গল্প শেয়ার করুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। যাদের বাড়িতে বয়স্ক, অসুস্থ কিংবা শিশু আছে তারা গতদিনের ক্লাসের পর নিজেদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে কোনো প্রকার সেবা দিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

২. এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে ওষুধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন। আলোচনায় আসা পয়েন্টগুলো বিশেষ করে ওষুধের মেয়াদ, ডোজ, সময়, রুট, হাত জীবানুমুক্ত করে নেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

৩. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১৪১ থেকে সাপ্তাহিক বেলাভিত্তিক চার্টটি দেখতে বলুন এবং যেকোনো একজনকে ব্যাখ্যা করতে বলুন। তার ব্যাখ্যার সাথে কিছু সংযোজন করার প্রয়োজন হলে সংযোজন করে দিন।

৪. এরপরও কারও কোনও বাড়তি কিছু জানার প্রয়োজন হলে বাড়িতে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে শিখে/ জেনে নিতে বলুন।

৫. এবার সবাইকে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১৪২ এর একক কাজটি (রোগীর প্রেসক্রিপশন দেখে ওষূধ খাওয়ার বেলাভিত্তিক চার্ট তৈরি) বুঝিয়ে দিন এবং তা পরবর্তী ক্লাসে দেখাতে বলুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গত ক্লাসের পর বাড়িতে তাদের অর্পিত কাজটি করেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যারা করেছে তাদের মধ্য থেকে দু/তিনজনকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

২. কেউ একজন হঠাৎ অসুস্থ অনুভব করলে, বা পড়ে গেলে আমরা সাধারণত প্রথমেই কী কী বিষয় লক্ষ করি , তা জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পালস রেট সংক্রান্ত আলোচনা করুন এবং কোথায় আমরা পালস রেট দেখে থাকি তা ব্যাখ্যা করুন। প্রয়োজনীয় শব্দগুলো দিয়ে বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ আঁকুন।

৩. এবার সব শিক্ষার্থীকে তাদের বা হাতের কব্জির ঠিক নিচে ডান হাত দিয়ে রেডিয়াল পালস অনুভব করতে বলুন।

৪. এরপর সবাইকে পাঠ্যবই থেকে পালস রেট পরিমাপের পদ্ধতি পড়ে নিতে বলুন। পড়া শেষ হলে সবাইকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন। দলের প্রত্যেককে প্রত্যেকের পালস রেট পরিমাপ করতে বলুন। ঘড়ি সঙ্গে না থাকলে দলের কাউকে ১-৬০ পর্যন্ত গূণতে বলুন।

৫. এবার অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অক্সিমিটার নামক যন্ত্রটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন (বাস্তবে/ ছবি/ ভিডিওর মাধ্যমে) এবং সাধারণত অক্সিজেন স্যাচুরেশন এর মাত্রা কত থাকে তা বলে দিন। (যন্ত্র হাতের কাছে থাকলে এটির ব্যবহার করার নিয়মটি দলগতভাবে অনুশীলন করতে দিন।)

৬. এবার সবাইকে পালস রেট মাপা শেখার অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলুন। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পালস মা্পার অনুশীলন করতে বলুন, যাতে যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে এই দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারে।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গত ক্লাসের পর বাড়িতে কারো পালস রেট পরিমাপ করেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যারা করেছে তাদের মধ্য থেকে দু/তিনজনকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

২. কেউ একজন হঠাৎ অসুস্থ অনুভব করলে, বা পড়ে গেলে আমরা সাধারণত প্রথমেই পালস রেট ছাড়া আর কী কী বিষয় লক্ষ করি , তা জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসের হার সংক্রান্ত আলোচনা করুন এবং কীভাবে আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের হার দেখে থাকি তা ব্যাখ্যা করুন। প্রয়োজনীয় শব্দগুলো দিয়ে বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ আঁকুন।

৩. এরপর সবাইকে পাঠ্যবই থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের হার পরিমাপের পদ্ধতি পড়ে নিতে বলুন। পড়া শেষ হলে সবাইকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন। দলের প্রত্যেককে শ্বাস প্রশ্বাসের হার পরিমাপের পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝে নিতে বলুন। ডেমো দেখানোর জন্য দলকে প্রস্তুতি নিতে বলুন।

৪. এবার যেকোনো একটি দলকে ডেকে শ্বাস প্রশ্বাসের হার পরিমাপের পদ্ধতির ডেমো দেখাতে বলুন। কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে দিন।

৫. এবার সবাইকে রক্ত চাপ কী, রক্তচাপ পরিমাপের জন্য কি কী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়, তা ছবিসহ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটি যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিচিতিমূলক নাম এবং কীভাবে কাজ করে সেগুলোর সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিন। যন্ত্রগুলো প্রতিষ্ঠানে থাকলে একেকটি দলে পর্যাক্রমে সেগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করুন।অথবা ভিডিও প্রদর্শন করুন অথবা পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখিয়ে পরিচয় সম্পন্ন করুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → পদ্ধতি পড়া (১০ মি) → পদ্ধতির ডেমো (১৫ মি) → অনুশীলন (৩০মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। (সম্ভব হলে এই ক্লাসটি স্থানীয় কোনো হেলথ কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়েও পরিচালনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার কাছে যন্ত্রটি থাকতে ববে ,যাতে শিক্ষার্থীরা এটি হাতে কলমে দেখে শিখতে পারে।)

২. শিক্ষার্থীরা কেউ কখনও কারো রক্তচাপ পরিমাপ করতে দেখেছে কিনা,তা জিজ্ঞেস করুন। যারা দেখেছে ,তাদের ২/১ জনকে অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

৩. এবার সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ১৪৯ ও ১৫০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রক্তচাপ পরিমাপ পদ্ধতি ভালোভাবে পড়তে দিন। পড় আশেষ হলে সবাইকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন। এবার দলগত আলোচনার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি বুঝে নিতে বলুন। যেকোনো একটি দলকে সামনে এসে ধাপগুলো বলতে বলুন।

৪. এবার যন্ত্রটি ব্যবহার করে কীভাবে পরিমাপ করতে হয়, তা একজন শিক্ষার্থীকে সামনে বসিয়ে ডেমো দেখান বা প্রদর্শন করুন। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন করুন। এরপর যন্ত্রটি শিক্ষার্থীদের হাতে দিন এবং তাদেরকে পর্যায়ক্রমে অনুশীলন করতে বলুন।

৫. অনুশীলনের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকুন, প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → পদ্ধতি পড়া (১০ মি) → পদ্ধতির ডেমো (১৫ মি) → অনুশীলন (৩০মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। (সম্ভব হলে এই ক্লাসটি স্থানীয় কোনো হেলথ কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়েও পরিচালনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার কাছে যন্ত্রটি থাকতে ববে ,যাতে শিক্ষার্থীরা এটি হাতে কলমে দেখে শিখতে পারে।)

২. শিক্ষার্থীরা কেউ কখনও কারো রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করতে দেখেছে কিনা,তা জিজ্ঞেস করুন। যারা দেখেছে ,তাদের ২/১ জনকে অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

৩. এবার সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ১৫১- ১৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ পদ্ধতি ভালোভাবে পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে সবাইকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিন। এবার দলগত আলোচনার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি বুঝে নিতে বলুন। যেকোনো একটি দলকে সামনে এসে যন্ত্রপাতিগুলোর পরিচয় এবং ধাপগুলো বলতে বলুন।

৪. এবার গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে কীভাবে রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করতে হয়, তা একজন শিক্ষার্থীকে সামনে বসিয়ে ডেমো দেখান বা প্রদর্শন করুন। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন করুন। এরপর যন্ত্রটি শিক্ষার্থীদের হাতে দিন এবং তাদেরকে পর্যায়ক্রমে অনুশীলন করতে বলুন।

৫. অনুশীলনের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকুন, প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৬. এবার শিক্ষার্থীদের তাদের জীবন ও জীবিকা খাতায় পাঠ্যবইয়ের ১৫৪ পৃষ্ঠার ছকটি এঁকে নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ করতে বলুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৭ম ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়িতে ছোটো সদস্যদের সাথে কী ধরণের আচরণ করে থাকে তা ২/১ জনকে সামনে এসে বলতে বলুন।

২. এবার সবাইকে ৬টি দলে ভাগ করুন। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৫৫ ও ১৫৬ তে উল্লিখিত কেসগুলো একেকটি দলকে পড়তে দিন। এবার দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কী ধরন্নের আচরণ করতে হবে তার জন্য একটি স্ক্রিপ্ট বানাতে দিন এবং সেই অনুযায়ী ভুমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৩. এবার প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ছোটদের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত তা ব্যাখ্যা করুন এবং বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৪. এরপর পৃষ্ঠা ১৫৮ এর একক কাজটি সবাইকে বুঝিয়ে দিন এবং সে অনুযায়ী নিয়মিত অনুশীলন ও তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলুন।

৫. পরিবারের ছোটদের সাথে কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৮ম ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়িতে প্রতিবন্ধী সদস্য থাকলে তাদের সাথে আমাদের কী ধরণের আচরণ করা উচিত, তা ২/১ জনকে সামনে এসে বলতে বলুন।

২. এবার সবাইকে ৬টি দলে ভাগ করুন। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৫৮ তে উল্লিখিত দৃশ্যপট ১ প্রতিটি দলকে পড়তে দিন। এবার দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কী ধরন্নের আচরণ করতে হবে তার জন্য একটি স্ক্রিপ্ট বানাতে দিন এবং সেই অনুযায়ী ভুমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৩. এবার প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত, তা ব্যাখ্যা করুন এবং বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৪. এরপর সবাইকে প্রতিবন্ধীদের সদস্যদের সহমর্মী আচরণ করার নিয়মিত অনুশীলন ও তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলুন এবং পরিবারের প্রতিবন্ধীদের সাথে কাক্ষিত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৫. এবার প্রজেক্ট ওয়ার্ক 'হেলথ ক্যাম্প' সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিন ।

৬. পরিবারে সকল সদস্যদের ক্ষেত্রে কিংবা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেন একজন কেয়ার গিভারের মতো কাজ করতে পারে এবং করে সে বিষয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. বাড়িতে স্বমূল্যায়ন সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

স্কিল কোর্স- তিন

গ্রাফটিং ও গুটিকলম

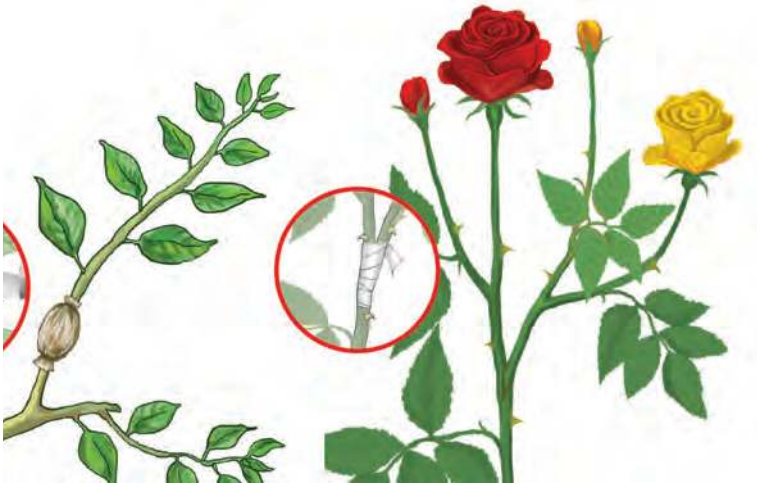

এই কোর্স শেষে

শিক্ষার্থীরা পরিবেশ ও উপযোগিতা বুঝে, স্বল্প ব্যয়ে নিরাপত্তা বজায় রেখে বিভিন্ন রকমের গাছে গ্রাফটিং ও গুটিকলম করতে সক্ষম হবে।

এটি একটি বিশেষ দক্ষতামূলক কোর্স। কাজটি খুবই নিখুঁতভাবে সতর্কতার সাথে করতে হয়। দক্ষহাতে কাজটি করা সম্ভব না হলে হয়তো ফলাফল বা উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ কারণে এই কোর্সের ব্যবহারিক অংশটুকু স্থানীয় নার্সারির মালী কিংবা কৃষি অফিসের দক্ষ কোনো বিশেষজ্ঞ দ্বারা করানোর চেষ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে যাকেই আনা হোক না কেন, অবশ্যই তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে এবং তার সাথে সুন্দর ও বিনয়ী আচরণ করতে হবে। ক্লাসগুলোর বণ্টন এভাবে হতে পারে:

১ম ক্লাস: গল্পের মাধ্যমে গ্রাফটিং এর ধারণা প্রদান, গ্রাফটিং এর তত্ত্বগত দিকের সাথে পরিচয় করানো

২য় ক্লাস: গ্রাফটিং এর যন্ত্রপাতির সাথে পরিচয় করানো এবং ধাপ অনুসারে গ্রাফটিং করে দেখানো

৩য় ক্লাস: গ্রাফটিং -এর পর গাছের আন্তঃপরিচর্যার নিয়মকানুন জানানো ও অনুশীলন করানো

৪র্থ ক্লাস: গুটিকলমের তত্ত্বগত দিকের সাথে পরিচয় করানো এবং ধাপ অনুসরণ করে গুটিকলম করার পদ্ধতি হাতে-কলমে করে দেখানো

৫ম ক্লাস: গ্রাফটিং ও গুটিকলমের গুরুত্ব উপলব্ধি করানো, পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগের সাথে পরিচয় করানো

৬ষ্ঠ ক্লাস: স্বমূল্যায়নের ছবি পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি পর্যালোচনা।

শহর ও গ্রামের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে গ্রাফটিং ও গুটিকলম কোর্সটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষকগণ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। তবে গ্রামের যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কাজগুলো পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা দেখা যেতে পারে শহরে; যেমন-শহরে মাটির অভাব, গাছের অভাব, গাছ রাখার স্থানের অভাব ইত্যাদি হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষককে সম্ভাব্য বা সামর্থ্যের মধ্যে থাকা উপাদান বা সুবিধা ব্যবহার করে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের কোনো একটা স্থান বা কোণ বেছে নিতে হবে, যেখানে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যায়। স্থানটি হতে পারে প্রতিষ্ঠানের বাগান, বারান্দা, শ্রেণিকক্ষের সামনের আঙ্গিনা কিংবা ছাদ। কাজটি শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের মালীকে ডেকে নেওয়া যায়। ক্লাসগুলো শ্রেণিকক্ষে না করিয়ে মাঠে বা বাগানে এনে করানো যায়, তাতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে এবং তাদের মাঝে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাও তৈরি হবে।

গ্রাফটিং বা গুটিকলম করানোর সময় লক্ষণীয়

১. গ্রাফটিং সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ধারণা আছে কিনা, তা জেনে নিতে হবে। এরপর পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য নিয়ে গ্রাফটিং কী, কেন করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

২. শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য উৎসাহমূলক বক্তব্য (Motivational) দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের গল্পটি পড়তে দিতে হবে। সম্ভব হলে গ্রাফটিং করা গাছের একটি ভিডিও প্রদর্শন করতে হবে।

৩. গ্রাফটিং জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করে নিতে হবে। উক্ত তালিকার জিনিসগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করার চেষ্টা করতে হবে। তা সম্ভব না হলে দলের সদস্যদের মাঝে কেউ আগ্রহী হলে সে কোনটি আনতে পারবে, তা আলোচনা করে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের উপর এগুলো চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বা তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।

৪. যেকোনো একদলের উপকরণ সামগ্রী ব্যবহার করে সরাসরি গ্রাফটিং এর কলাকৌশলগুলো প্রদর্শন করা যেতে পারে। (এক্ষেত্রে শিক্ষক এটি আয়ত্ব করতে না পারলে অথবা অন্য কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকলে স্থানীয় নার্সারী/হর্টি কালচার থেকে এই বিষয়ে ভালো দক্ষতা আছে, এমন একজনকে ক্লাসে আমন্ত্রণ জানানো যায় এবং তাকে গ্রাফটিং এর কলাকৌশলগুলো করে দেখাতে বলুন।)

৫. উপকরণ ব্যবহার করে গ্রাফটিং এর অনুশীলন করতে দিতে হবে। ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান এবং কাজে সহায়তা করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাফটিং কীভাবে করতে হয়, এই ধরনের একটি ভিডিও প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৬. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ বাড়িতে গ্রাফটিং অনুশীলন করতে বলুন। পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সতকর্তাগুলো মেনে কাজ করার বিষয়টি সব সময় লক্ষ্য রাখার কথা মনে করিয়ে দিন। তারা ইচ্ছে করলে নিজ স্কুলের বাগানে অথবা টবে লাগানো গাছে অথবা ছাদ বাগান, বারান্দা বাগানের কোনো গাছেও গ্রাফটিং অনুশীলন করতে পারে তা বলে দিন।

৭. গ্রাফটিং যেখানেই করুক না কেন নিয়মিত পরিচর্যা যেন অব্যাহত রাখে এবং একবার সফল না হলে পুণরায় যেন করার চেষ্টা করে এই বিষয়টিও সবাইকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। কারণ, প্রথমবার সফল না হলে শিক্ষার্থীদের মন খারাপ হতে পারে। যেহেতু এটি একটি বিশেষ দক্ষতা তাই এখানে একবারেই কেউ সফল হয়ে যাবে এমনটি নাও হতে পারে। তাই বার বার অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। 'পারিব না একথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার'- এই মন্ত্রে সবাইকে উদ্দীপিত করুন; ধৈর্য্য নিয়ে কাজটি করতে বলুন।

৮. গ্রাফটিং শেখানো ও অনুশীলনের কাজে ২ টি ক্লাস ব্যবহার করুন। পরবর্তীতে যাতে গ্রাফটিং করা গাছটির কুড়ি / এর টিকে যাওয়ার ছবি শিক্ষার্থীরা দেখাতে পারে, তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদানের উদ্দেশ্যে নিচের ছক অনুসরণে একটি রিপোর্ট তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ঘরে টিক(৩) চিহ্ন দিন।

রোল নং	উপকরণ সংগ্রহ ও গাছ নির্বাচন			আদিজোড় প্রস্তুতকরণ			উপজোড় প্রস্তুতকরণ			জোড়া লাগানো			আন্তঃপরিচর্যা			প্রতিটি ধাপে সতর্কতা মেনে চলা			সফলতার হার		
	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজনা
১																					
২																					
৩																					
৪																					
৫																					
৬																					

একইভাবে গুটিকলমের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে।

(এই অভিজ্ঞতার সব কাজ সমাপ্ত হলে সকল শিক্ষার্থীর পি আই রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

একজন শিক্ষকই হলেন শিক্ষার্থীর সত্যিকার পথপ্রদর্শক এবং সহায়তাকারী। তার যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকশিত হয়। শিক্ষার্থী হয়ে উঠে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সমাজ জীবনে শিক্ষক তাই সর্বজননন্দিত ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর হাত ধরেই আমাদের শিশুরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে একদিন বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়। ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিনির্মাণে তাই শিক্ষকের অবদানই শ্রেষ্ঠ। যুগ যুগ ধরেই শিক্ষকের এই অবদান সকলের কাছেই অনস্বীকার্য। আগামীতে যন্ত্রের দাপটে হয়তো এই পেশাতেও অনেক রূপান্তর আসবে। একইসাথে আমাদের শিক্ষার্থীরাও প্রায় অচেনা এক পৃথিবীর মুখোমুখি হবে ।

টিকে থাকার প্রয়োজনেই সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেকে গড়ে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা ভীষণ জরুরি। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই সেই রূপান্তরে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই হোক আমাদের লক্ষ্য। কিশোর কবি সুকান্তের ভাষায়-

অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।।

কৃষি উন্নয়ন: কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ধানের উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দশগুণ। শেখ হাসিনা সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিশ্রমী কৃষক, মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের যৌথ প্রয়াস ও কৃষিতে লাগসই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এ সাফল্য এসেছে। এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
অষ্টম শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
জীবন ও জীবিকা

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য